বঙ্গবীরাঙ্গনা

স্বামী বিকাশানন্দজী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

—ভূমিকা—

এ নাটক অভিনয়ের জন্যই শুধু লেখা হয়নি। কারণ আমি নাট্যকার নই। বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেক মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু বাংলার পুরুষই শুধু নয় নারীও বীরাঙ্গনা সেই সত্যাকে উদঘাটিত করতেই এই প্রয়াস।

নাটকের ভুলত্রুটি দেখে দিয়েছে জামসেদপুরের স্নেহাস্পদ অপূর্বকুমার ঘোষ। শ্রীকানাই নাথ নাটকটি প্রকাশ করে আমাকে ঋণে আবদ্ধ করেছেন। তাঁকে আশীর্ব্বাদ জানাই।

স্বামী বিকাশানন্দ

: উৎসর্গ :

আমার ইহকাল পরকালের ঈশ্বর ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ববন্দিত আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রনবানন্দজীর পদযুগলে।

স্বামী বিকাশানন্দ

—চরিত্র পরিচিতি—

: পুরুষ :

রুদ্রনারায়ণ	...	ভুরশুটের রাজা
দীননাথ চৌধুরী		ঐ প্রজা (সর্দার)
হরিদেব	...	ঐ কুলগুরু
চতুর্ভুজ	...	ঐ সেনাপতি
ইন্দ্রনীল	..	ঐ প্রজা
দুর্লভ		ঐ দেওয়ান
ওসমান	...	পাঠান সর্দার
মহম্মদ	...	ঐ বান্দা
অমরেন্দ্র		দীননাথের পুত্র
রামাই সর্দার	...	(রুদ্রদেবের প্রজা)

: স্ত্রী :

ভবশঙ্করী	...	দীননাথের স্ত্রী
উল্কা	...	ঐ সখী
সান্ত্বা	...	দীননাথের বিধবা ভগ্নি
চন্দ্রা		চতুর্ভুজের কন্যা

দূত, প্রহরী, সখীগণ ইত্যাদি।

প্রথম দৃশ্য

স্থান অরণ্য

(শশঙ্কিতভাবে উল্কার প্রবেশ)

উল্কা। বাঁচাও, বাঁচাও, তিনটে বুনো মোষ আমায় তাড়া করেছে ! কে আছ বাঁচাও। (চীৎকার করে মূর্ছা ও পতন)

নেপথ্যে ভবশঙ্করী। ভয় নেই, ভয় নেই উল্কা—আমি আসছি।

(রাজা রুদ্রনারায়ণের প্রবেশ)

রুদ্র। কার এ অর্ত্ত চীৎকার ? কিসের ভয়, কোন্ রমণী এমন করে চীৎকার করছে।(হঠাৎ উল্কাকে দেখে) কে এই বালিকা মুর্ছিতা হয়ে পড়ে আছে। (উল্কার দিকে এগিয়ে) কে তুমি মা, কি হয়েছে তোমার ? একি উত্তর নেই কেন ! (হঠাৎ নেপথ্য থেকে একটা যুদ্ধের সুর বেজে ওঠে। সঙ্গে বহু কণ্ঠের চীৎকার—সাবাস, সাবাস শঙ্করী। এই না হলে বাংলার মেয়ে) দূরে দৃষ্টি করিয়া—একি আশ্চর্য্য ক্ষমতা। এক সাথে তিনটে বুনো মোষকে পরাজিত করল কে এই নারী ? বাংলার নারী অবলা, এই প্রবাদকে এক মুহূর্তে ধুলিসাৎ করে প্রমাণ করলো বাংলার সব নারী অবলা নয়। প্রয়োজনে তারা সিংহীবাহিনী হতে পারে। কে এই নারী !

[মঞ্চের একপাশে নিজেকে গোপন করে]

(তরবারী হাতে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ভবশঙ্করীর প্রবেশ)

ভব। (উল্কার কাছে গিয়ে) উল্কা! চোখ খোল্। এই উল্কা চেয়ে দেখ্ আমি শঙ্করী।

উল্কা। আমি বেঁচে আছি! ওরা আমায় মেরে ফেলেনি!

ভব। (হেসে) মেরে ফেল্‌লে আর কথা কইছিস কি করে? তুই ওভাবে পিছিয়ে পড়লি কি করে?

উল্কা। (উঠিয়া) তোমার সঙ্গে আমার সমান করছ কেন? তোমার মত এত জোরে কি আমি ঘোড়া ছুটাতে পারি?

ভব। তা না হয় নাই-ই পারলি কিন্তু এমন করে আর কত দিন চল্‌বে বল্। আজ না হয় বুনো মোষ আক্রমণ করেছে, কিন্তু কাল যখন বিধর্মীরা আক্রমণ করবে, সনাতন হিন্দু ধর্মকে নিয়ে, নারীর নারীত্বকে নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌বে, তখন কি করবি?

উল্কা। কি করা উচিত আমাদের তো কেউ কোনদিন ভাবতে বলেনি।

ভব। বেশ্ তো আজ থেকে ভাব্। এই নে তরবারী, অস্ত্র চালনা শেখ্! নিজেকে রক্ষা করার মন্ত্র গ্রহণ কর্। নারীকে যারা অবলা ভাবে তাদের বুঝিয়ে দে,—বাৎসল্যে ভরা গণেশ-জননী দেবী দুর্গাও নারী ছিলেন।

[উল্কা শঙ্করীর হাত থেকে তরবারী নেয় ও ভবশঙ্করীকে প্রণাম করতে যায়]

ভব। না না পায়ে নয়রে, পায়ে নয়! আমার বুকে আয় তুই যে আমার পরম সাথী, আমার চির সহচরী। চল্ বাড়ী ফিরি।

বাবা বোধ হয় এতক্ষণ আবার খুঁজতে বেরিয়েছেন। (ঘুরে যেতে গিয়েই রুদ্রনারায়ণকে দেখে থমকে দাঁড়ায়) কে?

রুদ্র। পরিচয় পরে দিচ্ছি। তার আগে জানতে চাই আমি স্বপ্ন দেখছি না তো! দেবী দুর্গা মহিষাসুর বধ করেছিলেন সে তো পুরাণের কথা কিন্তু এযুগের কোন নারী যে বাহুতে এত শক্তি ধরে তা যেন ঠিক ...

ভব। বুঝে উঠতে পারছেন না, তাই না? কিন্তু পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের কিছু ব্যাতিক্রমও তো থাকে। পুরুষ নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নারীজাতিকে অবলা করে ঘরের কোণে আবদ্ধ করে রেখে শুধু নিজের নয়, দেশ, সমাজ ও জাতির সর্বনাশ করেছে।

রুদ্র। ঠিকই বলেছেন। আজ যদি ঘরে ঘরে আপনার মত সিংহিনীর জন্ম হতো তা হলে বোধহয় এদেশ এমনভাবে মুসলমানেরা ধ্বংস করতে পারতো না। যদি কিছু মনে না করেন আপনার পরিচয় জানতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

ভব। আমি সর্দার দীননাথ চৌধুরীর কন্যা। এ আমার সহচরী উল্কা। কিন্তু আপনার পরিচয় তো পেলাম না এখনও।

রুদ্র। বলছি—তার আগে বলি—আপনার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। বাংলার ঘরে ঘরে যদি আপনার মত বীরঙ্গনার জন্ম হতো তবে সৌভাগ্য সূর্য্য এমনভাবে অস্তমিত হতো না। আসি

ভব। আপনি?

রুদ্র। আমার নাম রুদ্রনারায়ণ—ভুরশুট রাজ্যের অক্ষম প্রজাপালক।

ভব। ক্ষমা করবেন মহারাজ। অজ্ঞতা বশতঃ প্রগল্‌ভতা করেছি! ক্ষমা করবেন।

রুদ্র। চিরদিন মনে থাকবে। (প্রস্থান।

ভব। মানব শরীরে এত রূপ! এই পরিণত বয়সেও কি অপূর্ব বীরত্ব ব্যাঞ্জক সুঠাম শরীর!

উল্কা। হাঁ। সবই সত্য, কিন্তু মহারাজের মৃত্যুর পর এই ভুরশুট রাজ্য বোধ হয় আর থাকবে না।

ভব। কেন?

উল্কা। মহারাজের কোন সন্তান নেই, মহারাণী বন্ধ্যা।

ভব। মহারাজ তো আবার বিবাহ করতে পারতেন।

উল্কা। হয়তো পারতেন, কিন্তু হয়নি। এমন কি মহারাণীর অনুরোধেও মহারাজ বিবাহ করেন নি।

ভব। (স্বগতঃ) এ যেন ঠিক মানব দেহধারী স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব।

উল্কা। ও! তাই বুঝি তপস্বীনী গৌরী ভবশঙ্করীর তপস্যা ভঙ্গ হতে শুরু হয়েছে। প্রতিজ্ঞা তো বোধ হয় আর রাখা গেল না।

ভব। (দৃঢ় কণ্ঠে) কি বল্‌লি? উল্কা—এতদিন আমার সহচরী হয়ে থেকেও তুই আমায় চিন্‌তে পারিসনি। শঙ্করী মরতে পারে কিন্তু আদর্শচ্যুত হতে পারে না।

উল্কা   কিন্তু সখী—তোমার সমকক্ষ যোদ্ধা তুমি কোথায় পাবে যে, তার গলায় বরমাল্য দিয়ে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে। অথচ রাজাকে প্রথম দর্শনে ভালবেসে ফেলেছ, এটা তো আর লুকোতে পারছো না। তোমার চোখ-মুখই সব বলে দিচ্ছে। [হেসে ওঠে]

ভব। চুপ—চুপ শুধু আবোল তাবোল কথা। তিনি এ রাজ্যের রাজা আর আমি তাঁর সর্দার কন্যা কেউ শুনে ফেললে কি ভাববে বলতো। চল্, চল্, বাড়ী চল্, বাড়ী চল্।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দীননাথের বৈঠকখানা]

(দীননাথের প্রবেশ)

দীননাথ। যতদিন যাচ্ছে ততই মনে হচ্ছে ভুরশুট রাজ্যের আকাশে একটা কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে। রাজা নিঃসন্তান। রাজসভায় কুচক্রী শয়তানের দল, আর একদিকে ওঁৎ পেতে বসে থাকা মুসলমান সৈন্য। ঈশ্বর না করুন মহারাজের যদি কিছু হয়, তাহলে সবাই একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে অরক্ষিত সিংহাসনের উপর।

(শান্তার প্রবেশ)

শান্তা বলি তোমার ব্যাপার শ্যাপার কি—চৌধুরী কত্তা সারাদিন কি নিজের মনে বিড় বিড় করে বক তা তুমিই জান। বলি ধিঙ্গী মেয়েটার বিয়ের কোনও ব্যবস্থা ট্যবস্থা হবে—না এতবড় আইবুড়ি মেয়ে ঘরে রেখে বক বক করলেই চল্‌বে। আমার হয়েছে যত মরণ

দীননাথ। (স্বগতঃ) এই মরেছে (প্রকাশ্যে) ইয়ে মানে—সেই পরামর্শ তো করতে যাচ্ছিলাম তোর সঙ্গে। সত্যিই তো—শান্তা বড় ভাবনার কথা।

শান্তা। রাখ তোমার ন্যাকামি। আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে যাচ্ছিলেন। পোড়া কপাল আমার আমি আবার একটি মুনিষ্যি তার আবার পরামিশ্যো। বলি যদি ওর মা বেচে থাকতো, তাহলে

কি ধিঙ্গি হয়ে লাঠি, ছারা নিয়ে এইভাবে ঘুরে বেড়াতে পারত। (চোখে আচল দিয়ে) সে সতীলক্ষী সগ্‌গে গেল, আর আমার হল যত জ্বালা। আমার মরণ হয়না গো!

দীননাথ। কিন্তু তুইতো জানিস্ শান্তা শঙ্করা প্রতিজ্ঞা করেছে যে তাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিতে পারবে তাকে ও বিবাহ করবে।

শান্তা। ওমা কি ঘেন্নার কথা গো! এমন অলুক্ষুণে কথা কেউ কখনও জগৎ সংসারে শুনেছে? কি দাশা মেয়ে বাবা! এমন কথা শুনলে ঐ খাণ্ডারনী মেয়েকে আর কি কেউ বিয়ে করতে চাইবে? আর বাপ হয়ে এ গেছো মেয়েকে ঐ সব কথায় আসকারা দিতে লজ্জা করে না? যতসব সৃষ্টিছাড়া কথাবার্তা, আজই আমি যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব। আর থাকব না এ বাড়ীতে। [রাগিয়া প্রস্থান]

দীননাথ। শান্তা শোন্। আমার কথাটা শুনে যা, শান্তা—রাগ করিস্ না, শুনে যা, শুনে যা।

[বলিতে বলিতে প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

(রাজা রুদ্রনারায়ণের প্রবেশ)

রুদ্র। সপ্ততীর্থ ভ্রমণ সেরে গুরুদেব আজ রাজধানীতে ফিরে আসছেন। রাজ্য আজ উৎসব মুখর। আমার মনস্কামনা কি পূর্ণ হবে না? শিবলিঙ্গ কি প্রতিষ্ঠা করতে পারব না? গুরুদেবের আশীর্বাদে সবই সম্ভব। এই রাজ্যের নিয়ম শৃঙ্খলা আর উন্নতির মূলে আছে শুধু তাঁরই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর অসীম সাধনা ও যোগবল।

(হরিদেবের প্রবেশ)

[মহারাজ প্রণাম করিলেন]

হরিদেব। জয়স্তু। মনস্কামনা পূর্ণ হোক! কিন্তু রুদ্রনারায়ণ—আমার মত একজন ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীর জন্য এত আড়ম্বর কেন? যার প্রয়োজন একখানা গৈরিক বস্ত্র আর এক মুষ্টি তণ্ডুল। তার জন্য গৃহে গৃহে আলোকমালা। এ তো ভাল নয় রুদ্রনারায়ণ। তুমি ভুলে যেও না যে, তোমার এই প্রজানুরঞ্জন, এই সমৃদ্ধি অপর রাজ্যের চক্ষুশূল। তোমার এই উৎসব মুখর রাজ্য যে কোন মুহূর্তেই শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। কাজেই তোমার ভবিষ্যতের কথা স্মরণ রেখে বর্ত্তমানে অগ্রসর হও। এই আমার উপদেশ।

রুদ্র। আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে গুরুদেব! কিন্তু দীর্ঘদিন অদর্শনের পর আপনার আগমন বার্ত্তা

পেয়ে নিজের আনন্দ ইচ্ছাকে আর দমন করতে পারিনি। সেজন্য আমায় ক্ষমা করবেন গুরুদেব !

হরি। (সহাস্যে) আচ্ছা, আচ্ছা। সে জন্য তোমায় আমি তিরস্কার করছিনা রুদ্রনারায়ণ। শুধু রাজনীতির আর একটা দিক তোমায় বুঝিয়ে দিলাম। এখন বল তোমার রাজ্যের সর্বাঙ্গীন কুশল তো ?

রুদ্র। আপনার আশীর্বাদে সবই কুশল গুরুদেব ! আপনার মঙ্গল পরশে সবই মঙ্গল। কিন্তু ···।

হরি। কিন্তু—বলে থামলে কেন রাজা ? বল, বল তুমি কি বলতে চাও।

রুদ্র আপনি আমায় কথা দিয়েছিলেন যে, সময় হলেই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেবেন। সে সময় কি আজও আসেনি দেব ?

হরি জানো রাজা মন্দির নির্মান কোন বড় কথা নয়। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাও খুব কষ্টসাধ্য নয়, কিন্তু তার রক্ষণাবেক্ষণ আর তার নিত্য পূজা যদি ব্যাহত হয়, তবে সে মন্দিরে দেবতা থাকেন না এবং তার অভিশাপে চৌদ্দ পুরুষ পর্যান্ত নরকস্থ হয়। এখন বল রাজা এ সব জেনে কি তুমি শিব প্রতিষ্ঠা করতে চাও।

রুদ্র। আমি কি আশুতোষের নিত্য পূজার ব্যবস্থা করতে পারবো না ? পারব না মন্দিরের শুচিতা, শুভ্রতা, পবিত্রতা বজায় রাখতে গুরুদেব ?

হরি। তুমি পারবে না, এমন কথা তো একবারও বলিনি

রুদ্রনারায়ণ। কিন্তু একবার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দেখো। তোমার অবর্তমানে কে করবে সেই মন্দিরের রক্ষণা-বেক্ষণ? কে রক্ষা করতে পারবে তার শুচিতা?

রুদ্র। তা হলে কি কোনও উপায় নেই?

হরি। উপায় যে নেই তা ঠিক নয়, কিন্তু উপায় তোমার হাতে রাজা!

রুদ্র। তা হলে উপায় আছে? বলুন! বলুন গুরুদেব! কি সেই উপায়?

হরি। ভবিষ্যতে তোমার রাজ্য রক্ষার্থে এবং তোমার ঐ প্রস্তাবিত মন্দিরের পরিচালনার জন্যে তোমায় আবার বিবাহ করতে হবে রাজা! তা না হলে আমার এতদিনের স্বপ্ন—এই বঙ্গভূমির সমস্ত খণ্ড বিচ্ছিন্ন অঞ্চলকে এক ধর্মরাজ্যে পরিণত করার যে ঐকান্তিক ইচ্ছা তো অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

রুদ্র। কিন্তু—গুরুদেব!

হরি। না না—কোনও কিন্তু নয়। নয় কোনো দ্বিধা। এ তোমার গুরুর আদেশ মহারাজ রুদ্রনারায়ণ!

রুদ্র। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য। কিন্তু গুরুদেব! যে সিংহিনীকে আমি মনে পছন্দ করেছি—তাকে আমার এই পরিণত বয়সে আশা করা বৃথা।

হরি। তোমার কোনও চিন্তা নেই। আমি—এই ভিক্ষাজীবি সন্ন্যাসী নিজে যাবো তোমার দূত হয়ে সেই কন্যার পিতার কাছে। যদি একদিনের জন্যেও গুরুচরণে প্রণাম করে থাকি তবে

আমার আবেদন নিঃষ্ফল হবে না। তুমি শুধু আমায় তার নামটা বলো।

রুদ্র। সর্দার দীননাথ চৌধুরীর কন্যা—।

হরি। জয়গুরু আমি এখনই রওনা হচ্ছি। তুমি অন্দরে যাও।

রুদ্র। কিন্তু গুরুদেব! আপনি তো এখন পথশ্রান্ত। আজকের মত বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

হরি। না না—বিশ্রামের অবকাশ কোথায়? দেখছো না রাজা, বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, তার শ্যামল প্রান্তরে আজ রক্তের আল্‌পনা? হিন্দু জাতির সৌভাগ্য সূর্য্য আজ অস্তমিত প্রায়। তাই নিরলস কর্ম করে যাও, যদি পূব গগনে আবার হিন্দুর উদিত সূর্য্য দেখতে চাও। আর হ্যা মন্দির নির্মান শুরু করে দাও। তোমার বিবাহের পর তোমাদের দুজনকে সাথে নিয়ে ঐ নব নির্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করবো আমি শিবলিঙ্গ। জয়গুরু! [প্রস্থান]

রুদ্র। পেয়েছি, পেয়েছি আমার গুরুদেবের আশীর্বাদ। প্রতিষ্ঠা করব আমি শিবলিঙ্গ। দেবাদিদেব মহাদেবের আশীর্বাদে আমি নূতন করে গড়ে তুলব এই হিন্দু জাতিকে। [প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

দীননাথের বাটী

(দীননাথের প্রবেশ)

দীননাথ। কেন জানিনা সকাল থেকে মনে হচ্ছে আজকের সূর্য্যোদয় আমার জীবনে নূতন আলোর ইশারা নিয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে কি যেন এক অভাবিত সৌভাগ্য আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে।

(গান গাহিতে গাহিতে হরিদেবের প্রবেশ)

হরি। শঙ্কর শিব শুভাঙ্কর ভোলানাথ গঙ্গাধর
ত্রিপুর পুরহর ভূতনাথ হর হর বাঘাম্বর
আধ চাঁদ ভালে হাড় মালা গলে
জটাজুট শিরে জাহ্নবী কলকলে
অহি গরজন বিভূতি ভূষণ
বিষাণ বাদন ঈশান দিগম্বর
শূলী শম্ভু শিব অশিব নাশন,
মহেশ মহারুদ্র বৃষভ বাহন,
মহাকাল প্রমথেশ নীলকণ্ঠ যোগীশ্বর ॥

দীন। কে! একি গুরুদেব! আজ আমার কি সৌভাগ্য, পরম পূজনীয় হরিদেব আমার কুটিরে। ওরে তোরা শাঁখ বাজা, উলু দে। আসন গ্রহণ করুন গুরুদেব! আপনার পদধূলিতে আমার পর্ণকুটির আজ পবিত্র। [প্রণাম করে]

হরি। তোমার সাথে আমার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা আছে দীননাথ।

দীন। আদেশ করুন ঠাকুর। আপনার এই অযাচিত অনুগ্রহে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেছে।

হরি। আমি নিজের জন্য কিছু চাইতে আসিনি দীননাথ! বা জাগতিক কোন কিছু চাইবার অধিকার তো আমার নেই। আমি দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে তোমার কাছে একটা প্রার্থনা নিয়ে এসেছি।

দীন। প্রার্থনা নয় গুরুদেব· আপনার আদেশ আমার কাছে ভগবানের আদেশ।

হরি। তুমিতো জান দীননাথ—তোমাদের রাজা অপুত্রক। তার অবর্তমানে এই ভূরশুট রাজ্যের কি হবে একবারও কি সেকথা তোমরা চিন্তা করেছ? কোনদিন ভেবেছ—কেমন করে পাঠানদের হাত থেকে তোমাদের মায়ের সম্মান, ভগ্নীর মর্য্যাদা, পত্নীর সতীত্ব, আর নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করবে?

দীন। বহু চিন্তা করেছি গুরুদেব। পরামর্শ করেছি অন্যান্য সর্দারদের সঙ্গে, এমন কি মহারাজের কাছে প্রার্থনা করেছি পুনরায় বিবাহ করার জন্য। কিন্তু কোনমতেই তাকে রাজী করাতে পারিনি। এখন আপনিই বলুন গুরুদেব! কি আমাদের কর্ত্তব্য।

হরি। দীননাথ! তোমার জন্য, তোমাদের রাজ্য রক্ষার জন্য, জাতির ভবিষ্যতের জন্য আমি তোমার কন্যাটিকে প্রার্থনা করছি।

দীন। এ তো আমার পরম সৌভাগ্য গুরুদেব। কিন্তু আমার কন্যা দেশ ও জাতির কি উপকারে আসবে—আমি বুঝতে পারলাম না গুরুদেব !

হরি। তোমার কন্যাটিকে আমি মহারাজের সহিত বিবাহ দিতে চাই।

দীন। গুরুদেব ! এতবড় সৌভাগ্য লিখিত আছে আমার ঐ মাতৃহারা কন্যার কপালে—এ তো আমি কল্পনাও করতে পারিনি—শঙ্করী ! শঙ্করী !

(ভবশঙ্করীর প্রবেশ)

ভব ! আমায় ডেকেছ বাবা [হরিদেবকে দেখিয়া থমকিয়া দাড়ায় এবং পরে প্রণাম করে]

দীন। প্রণাম কর মা। ইনি আমাদের পরমারাধ্য রাজগুরু। শোন মা—তোমার কাছে আজ আমার কোন সঙ্কোচ নেই। গুরুদেব এসেছেন তোমার সঙ্গে মহারাজের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে।

ভব। কিন্তু বাবা !

হরি। এতে লজ্জার কিছু নেই। তোমার মনে কোন কথা থাকলে প্রকাশ করো মা। কোন রকম বিপর্য্যয়ে আমি কুণ্ঠিত হব না।

ভব। মহাকাল মন্দিরে ভগবান শঙ্করের সন্মুখে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আমার সমকক্ষ যোদ্ধা ছাড়া এ জীবনে আমি কাউকে বিয়ে করবো না।

(শান্তার প্রবেশ)

শান্তা। চুপ, চুপ পোড়ারমুখী ধিঙ্গী মেয়ে। ঘোড়ায় চড়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াবে—তারপর আবার অনাসৃষ্টি কথা। ঠাকুর মশায়! ওটা একটা পাগল। ওর কথায় কান দিবার দরকার নেই। তুমি বিয়ের দিন ঠিক্ ঠাক্ কর। আমি চুলের মুঠি ধরে পিঁড়িতে বসাব। তবে আমার নাম শান্তা—হ্যা। [প্রস্থান]

হরি কি বল্লে, কি বল্লে—সমকক্ষ যোদ্ধা ছাড়া বিয়ে করবে না? একবার আমার কাছে আয় তো মা! তোকে আমি প্রাণ ভরে দেখি। আমি যে দিকে দিকে তীর্থ যাত্রার নাম করে দেশ হতে দেশান্তরে উল্কার বেগে ছুটে বেড়িয়েছি—এমন একটা বিজয়িনী মহিষমর্দিনীর সন্ধানে। ভগবান আশুতোষ! এত দিনে বুঝি মুখ তুলে চাইলে ঠাকুর—এত দিনে কি আমার অন্তরের কাতর প্রার্থনা তোমার চরণে পৌঁছালো ভগবান? কিন্তু মা তোমার সঙ্গে রাজার যুদ্ধ তো কাম্য নয়? তোমাদের মধ্যে যে কেউ আঘাত পাক না কেন, সে আঘাত যে আমার বুকে শতগুণ হয়ে বাজবে। মা! ছলনায় এ ভিক্ষাজীবি সন্যাসীকে আর ভুলাস্ না, দয়া কর্ মা।

ভব। বিকল্প ব্যবস্থার কথা আমার তো কিছু জানা নেই গুরুদেব। আপনি আমার কাছে সাক্ষাৎ শঙ্কর। আপনি যে ব্যবস্থার কথা বলবেন শঙ্করের বাণীর মত আমি তাই মাথা পেতে নেবো।

হরি [হাসিয়া] আবার চালাকি করে বুড়ো ছেলেকে জব্দ

করতে চাস্ মা। (কিছুক্ষণ ভাবিয়া) হয়েছে—একদিকে একটা খোটায় মহিষের সাথে একটা ছাগ বাঁধা থাকবে। অন্য একটা খোটায় ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা থাকবে। তোমাদের উভয়কেই অস্ত্র দ্বারা ঐ এক এক জোড়া মহিষ ছাগকে এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করতে হবে। তুমি যদি অকৃতকার্য্য হও তাতে কিছু আসে যায় না। আর যদি রাজা কৃতকার্য্য হন তবে তুমি সেই রক্ত দ্বারা তিলক পরিয়ে দেবে তার কপালে এবং রাজা রাঙ্গিয়ে দেবে তোমার সিঁথিমূল। কিন্তু রাজা যদি অকৃতকার্য্য হন তবে বিধির বিধান এ বিবাহ হবে না আমি তোমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট করতে পারব না।

দীন। বাঃ বাঃ এতো অতি উত্তম প্রস্তাব। দ্বৈতশক্তি পরীক্ষায় এমন অভিনব পন্থা বোধ হয় আগে কখনও আবিষ্কৃত হয়নি। মা শঙ্করী! আর তো তোমার কোন দ্বিধা থাকতে পারে না।

ভব। না বাবা আমার আর কোন দ্বিধা নেই। তবে পরীক্ষা হবে দেবী রাজবল্লভীর শুভ পূজার দিনে। আমায় আশীর্ব্বাদ করুন গুরুদেব। [প্রণাম]

হরি। আশীর্বাদ—মন যদি দেখবার হতো। মা তবে আমার কাছে তুই শুধু দীননাথ কন্যা ভবশঙ্করী নস্, আমার কাছে তুই আমার মা শঙ্করী—শঙ্করী! [প্রস্থান]

ভব। আমার যে বড় ভয় করছে বাবা।

দীন। কোন ভয় নেই মা। সন্যাসীর আশীর্বাদ ব্যর্থ হয় না—এস আমার সাথে এস। [উভয়ে প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

(অস্থিরভাবে চতুর্ভুজের প্রবেশ)

চতুর্ভুজ। সব শেষ, সব আশা আমার মরীচিকার মত নিভে গেল। ভেবেছিলাম অপুত্রক রাজার মৃত্যুর পর আমারই অধিকারে আসবে এই ভূরশুট রাজ্য, কিন্তু ঐ ভণ্ড গুরু হরিদেব আমার সব আশা নির্মূল করে দিল। রাজার বিবাহের ব্যবস্থা শুধু নয়, শঙ্করীর প্রতিজ্ঞার বিকল্প ব্যবস্থা করে দিল। (অলক্ষে চন্দ্রা আসিয়া দাঁড়াইল) সারা জীবন যুদ্ধ করেছি এ-রাজ্যের জন্য। কিন্তু কি করে এ বিবাহ বন্ধ করা যায়। (একটু চিন্তা করে) হয়েছে, একটা প্রকাণ্ড মহিষের সঙ্গে যদি একটা ক্ষুদ্রকায় ছাগকে বলির জন্য রাখা হয়,—দেখবো প্রৌঢ় রাজা কি করে সেই বৃহৎ-ক্ষুদ্রকায় মহিষ-ছাগকে এক সঙ্গে খণ্ডিত করেন। তারপর রাজ্য লাভের জন্য যদি প্রয়োজন হয় পাঠান ওসমান খানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ধ্বংস করে দেব রাজা আর তার ভণ্ড গুরুদেবকে। যেমন করেই হোক ছলে বলে কৌশলে ভূরশুট রাজ্য আমার চাই-ই চাই।

[প্রস্থান]

(চন্দ্রার প্রবেশ)

চন্দ্রা। এ আমি কি শুনলাম! স্বার্থের জন্য কি মানুষ এত নীচে নামতে পারে? বাবা বলে যাকে আমি দেবতার মত পূজা করতাম, সেনাপতি চতুর্ভুজের কন্যা বলে আমার যে অহঙ্কার ছিল তা আজ স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল। এ কি কুৎসিত মনের

পরিচয় আজ তুমি দিলে বাবা ! কিসের লোভে তুমি আজ নরকে নামতে চলেছ। কিন্তু আমিও ভুরশুটের মেয়ে, তুমি যদি দেশের শত্রু হও তাহলে তুমি আমারও শত্রু বাবা—আমারও শত্রু। ঐ রাজগুরু আসছেন (নেপথ্যে পূজার বাদ্য বাজিয়া উঠিয়া) না আমি যাই। দেখি সবার অলক্ষ্যে কোন্ শয়তান কি জাল বিস্তার করছে। [প্রস্থান]

(পূজার বাদ্য জোরে বাজিতে থাকে। ভগবানের উদ্দেশ্যে মিনতি জানাইতে জানাইতে হরিদেবের প্রবেশ।

(হরিদেব আসিয়া মঞ্চে দাঁড়াইলে ধীরে ধীরে বাদ্য বন্ধ হইল)

হরি। ঐ সমাপ্ত হল দেবী রাজবল্লভীর পূজা। এবার শক্তি পরীক্ষা হবে রাজা রুদ্রনারায়ণের। হে আশুতোষ। শক্তি দাও। আমার অভিলাষ পূর্ণ কর ঠাকুর ! পূর্ণ কর। (হঠাৎ নেপথ্যে খুব জোরে বাদ্য বাজিয়া উঠিল ও বহু কণ্ঠে জয় মহারাজ রুদ্রনারায়ণের জয় শোনা গেল।) জয় শম্ভু, জয় ভগবান আশুতোষ, প্রজাবৃন্দের আনন্দ উচ্ছ্বাসই ঘোষণা করছে রাজার কৃতকার্য্যতা।

(রক্তাক্ত খড়্গ হস্তে দ্রুতপদে রুদ্রনারায়ণ প্রবেশ করেন ও খড়্গ গুরুদেবের পদতলে রাখিয়া প্রণাম করেন)

রুদ্র। আশীর্ব্বাদ করুন গুরুদেব !

হরি। আমি জানতাম যে ভগবান আশুতোষ আমার আশা অপূর্ণ রাখবেন না।

রুদ্র। কিন্তু গুরুদেব! আমি বিস্মিত হয়েছি ভবশঙ্করীর শক্তি দেখে। ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে এসে না থেমে মহিষ ও ছাগকে দ্বিখণ্ডিত করে সেই অবস্থায়ই ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল।

(দীননাথের প্রবেশ)

দীন। কিন্তু গুরুদেব আমি বুঝতে পারছি না মহারাজের যূপকাষ্ঠে এ অসম বলির ব্যবস্থা কে করল? একটি অতি বৃহৎ মহিষের সঙ্গে একটি মার্জ্জার সদৃশ্য ক্ষুদ্র ছাগ শিশুকে কে বেঁধেছিল?

হরি। দীননাথ---চানক্য নিজের গৃহকোণ ছেড়ে কোথাও যেতেন না কিন্তু ঐ বিশাল সম্রাজ্যের সব কিছু ছিল তার নখ দর্পণে: ঠিক তেমনি তুমিও যা বলতে চাইছ তা আমার দৃষ্টি এড়ায় নি। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক। রুদ্রনারায়ণ এখন আর মহারাজ নয়---এখন তোমার জামাতা। (ভবশঙ্করী প্রবেশ করিয়া তিনজনকে প্রণাম করিল) এস মা আমাদের সবাইয়ের অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে। এইবার যথাকর্ত্তব্য সম্পন্ন কর (ভবশঙ্করী নিজের খড়্গ হইতে রক্ত তিলক রাজার কপালে আঁকিয়া দিল এবং রাজাও নিজের খড়্গ হইতে রক্ত নিয়া শঙ্করীর সীমান্ত রঞ্জিত করিল। হরিদেব কমণ্ডুল হইতে উভয়ের শিরে বারি সিঞ্চন করতঃ ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, শান্তি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। দীননাথ উভয়ের ডান হাত একত্রিত করিলেন রাজা ও রাণী সন্ন্যাসীর ধূলি গ্রহণ করিলেন) রাজা তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। চল এবার তোমাদের দুজনকে সাথে নিয়ে উদ্বোধন করব কাঠশাকড়ার

মহাদেব মন্দির। আমার সঙ্গে তোমরা আবাহন কর সেই পরম করুণাময় ভগবান শঙ্করের।

[সমবেত কণ্ঠে মহেশ বন্দনা]

শঙ্কর শিব শুভাঙ্কর ভোলানাথ গঙ্গাধর
ত্রিপুরাসুর হর ভূতনাথ হর হর বাঘাম্বর,
আধচাঁদ ভালে, হাড় মালা গলে
জটা জুটা শিরে জাহ্নবী কলকলে
অহি গরজন বিভূতি ভূষণ,
বিষান বাদন ঈশান দিগম্বর ॥
শূলী শম্ভু শিব অশিব নাশন
মহেশ মহারুদ্র বৃষভ বাহন
মহাকাল প্রমথেশনীল কণ্ঠ যোগীশ্বর ॥

[হরিদেব দীননাথ ও ভবশঙ্করীর প্রস্থান]

রুদ্র। (চিন্তা করিতে করিতে) কার এই দুঃসাহস ! কার এই দুষ্ট বুদ্ধি ! এমন অসম বলির ব্যবস্থা করল কে ভগবান আশুতোষ আমায় রক্ষা করেছেন যদি অকৃতকার্য্য হতাম এই পৌঢ় বয়সে আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিল না। সেই শয়তানকে খুঁজে বের করে—না—না থাক এখন নয়। আগে সব কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে যাক তার পর। [প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—জনশূন্য প্রান্তর

(ইন্দ্রনীলের প্রবেশ)

ইন্দ্রনীল। আজ এক বৎসর চেষ্টা করেও টাকার যোগাড় করতে পারলাম না। বোনের বিয়ের সব ঠিক করেও আত্মীয় কুটুম্ব ও গ্রামবাসীদের খাওয়াবার অর্থ আমার নাই। কত চেষ্টা করলাম চড়া স্থদ বা বাড়ী বন্ধক ছাড়া কেউ টাকা দিতে চায় না। এ দিকে বিয়ের দিন পর পর পিছিয়েই চলেছে। পাত্র পক্ষকে আর কতদিন মিথ্যা কথা বলে রাখা যায়। ইতিমধ্যেই আত্মীয় স্বজন আর গ্রামবাসীদের ধিক্কারের জ্বালায় আমার প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ঘরে বাইরে এ যন্ত্রণা আর সহ্য করা যায় না। আমি পুরুষ, তবু এত অক্ষম—ভাই হয়ে বোনের স্থখ এনে দিতে পারলাম না। আমার মৃত্যুই শ্রেয়। না—এ প্রাণ আর রাখবো না! [ছুরিকা বাহির করিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইলে হরিদেব আসিয়া ছুরিকা কাড়িয়া লইলেন]

হরি। দাড়াও যুবক যে প্রাণ তুমি দিতে পারনা—সে প্রাণ কেড়ে নেবার কোনও অধিকার তো তোমার নাই। সে নিজেরই হোক বা অন্যের। দেশের ভবিষ্যৎ তোমরা তোমাদের মনে এই বিকার! কেন তুমি আত্মহত্যা করতে চাও যুবক।

ইন্দ্র। আপনি আমার মরণে বাধা দিলেন গুরুদেব? কিন্তু জানেন না তো কি জ্বালায় আমি জ্বলে মরছি। বোনের বিয়ের

সমস্ত বন্দোবস্ত করেছি। বরপণ, অলংকার, বস্ত্র ইত্যাদি সবই যোগাড় হয়েছে ; কিন্তু আমার কাছে অর্থ নেই যা দিয়ে আমি আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসীকে ভোজন করাতে পারি। তার উপর আমাদের গ্রামে আবার প্রচণ্ড দলাদলি। এক এক দল এসে আমায় নানা উপদেশ দিচ্ছে। আর একদল এসে কটুক্তি করছে। এ অবস্থায় আত্মহত্যা ছাড়া আমার গতি কি গুরুদেব ?

হরি। হায়রে! বাংলা আর তার হিন্দু সমাজ। কন্যার জন্ম দিয়ে তার পিতা যেন মহাপরাধী। সেই কন্যার বিবাহের বরপণ যেমন হিমালয়ের ন্যায় অভ্রংলেহী, তেমনি তার উপর আবার পঞ্চ ব্যাঞ্জনে পরিতৃপ্ত করতে হবে আত্মীয় স্বজন ও গ্রামবাসীদের।

ইন্দ্র। নিজের ঘরবাড়ী বিক্রি করে আবার চড়া সুদে টাকা ধার করে এমনি ভাবেই একদিন হিন্দু জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।

হরি। ঠিক্ বলেছ—যুবক! তোমার সব ভার যদি আমি গ্রহণ করি, যদি তোমার বোনের বিবাহের সব ব্যবস্থা আমি করেছি—প্রতিদানে তুমি আমায় কি দেবে ?

ইন্দ্র। প্রতিদান দেবার স্পর্দ্ধা আমার নেই গুরুদেব। আমি আপনার চরণের দাশ হয়ে থাকবো।

হরি। না—আমার নিজের জন্য কোন দাশের প্রয়োজন নেই। তোমার নাম কি যুবক ?

ইন্দ্র। আজ্ঞে—ইন্দ্রনীল।

হরি। ইন্দ্রনীল—আমি তোমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছি।

তোমার ও তোমার পরিবারের সমস্ত দায় দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। অতএব তোমার সব বিক্রীত—স্বীকার কর।

ইন্দ্র। কায়মনবাক্যে আমি আপনার ক্রীতদাসত্ব স্বীকার করছি।

হরি। না ইন্দ্রনীল আমার ক্রীতদাসত্ব নয়, দেশ মাতৃকার। আমরা সভাই দেশমাতৃকার ক্রীতদাস। বল ইন্দ্রনীল! তুমি তোমার দেশকে ভালবাস?

ইন্দ্র। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরয়সী।"

হরি। সে স্বর্গাদপি মা যদি শত্রুমুখে বিপন্না হয়?

ইন্দ্র। যে শত্রু চক্রান্ত করে আমার দেশমাতৃকাকে কেড়ে নিতে চাইবে, সেই শয়তানের হাত দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে দিতে হবে গুরুদেব।

হরি। বেশতো! আজ থেকে তুমি আমার একান্ত অনুচর। তোমায় নজর রাখতে হবে—সেনাপতি চতুর্ভুজ দেওয়ান দুর্লভ দত্ত এবং উড়িষ্যার নবাব ওসমান খাঁর উপর। এদের সমস্ত গোপন পরামর্শ, এদের কার্য্যক্রম আমাকে জানাবে। কি বেশে কিভাবে কার্য্যোদ্ধার করতে হবে সে তোমারই বিবেচ্য! শুধু তোমারই দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এ কাজ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে করতে হবে।

ইন্দ্র। আমায় আশীর্বাদ করুন গুরুদেব।

হরি। আশীর্বাদ করেছি—তুমি তোমার জীবন দিয়েও যেন রক্ষা করতে পার জননী জন্মভূমির মান। সুজলা সুফলা শস্য

শ্যামলা আমাদের জন্মভূমি। কি নেই আমাদের? সবই আছে, শুধু নাই দেশাত্মবোধ, শুধু নেই জাতীয়তা বোধ। এই ঘুমন্ত সিংহ জাতিকে জাগাতে হবে। উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত। ওঠ জাগো। বল—জননী জন্মভুমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। [প্রস্থান]

ইন্দ্র। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' ভয় নেই মা, ভয় নেই মা—আমরা তোমার কোটী কোটী সন্তান। তোমার সম্মান, তোমার মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে আমরা প্রাণ তুচ্ছ করে বিদেশীর চক্রান্ত জাল ছিন্ন করে তোমার মান মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখব। [প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—প্রকাশ্য রাজপথ

(ঢোলক বাজাইতে বাজাইতে ঢেড়াদারের প্রবেশ)

ঢেড়াদার। শোন শোন ভুরশুট রাজ্যের অধিবাসীগণ! আমাদের মহারাজের পুত্র সন্তান লাভ হইয়াছে। এই রাজ্যের ভাবী অধীশ্বরের কল্যাণার্থে আজ হইতে সাত দিন পর্য্যন্ত রাজ-বাড়াতে সকলের নিমন্ত্রণ। শোন, শোন গ্রামবাসীগণ।

[বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান]

(দুর্লভ দত্তের প্রবেশ)

দুর্লভ। পুত্র সন্তান লাভ হয়েছে এত আনন্দের কি আছে? এখনই রাজ্যটা নিরানন্দে ভরে যাবে; সে খবরটাতো আর প্রজারা জানে না। ভালই হয়েছে—মহারাজের প্রতাপে যারা এতদিন স্তব্ধ ছিল আবার তারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠ্‌বে। মহারাজের তেমন কিছু হলে রাজ্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়্‌বে; সেনাপতিকে খবর পাঠিয়েছি দেখি কি করা যায়।

(চতুর্ভুজের প্রবেশ)

দুর্লভ। সেনাপতি মশাই—সংবাদ নিশ্চয়ই পেয়েছেন যে, মহারাজ মরণাপন্ন অসুস্থ।

চতুর্ভুজ। হ্যা রাজবৈদ্যের কাছে সংবাদ পেয়েছি যে তার জীবনের আর কোন আশা নেই। যে কোনও মুহূর্তে তিনি পরলোক গমণ করতে পারেন।

দুর্লভ। তা হলে তো বড়ই বিপদের কথা। এই সঙ্কট

মুহূর্ত্তে নানা রূপ বিরুদ্ধ শক্তি মাথা তুলে দাড়াতে চেষ্টা করবে এবং রাজ্য অসম্ভব হয়ে পড়্‌বে।

চতু। চতুর্ভুজের সবল বাহু যতদিন এর রক্ষক থাকবে তত দিন কারও সাধ্য নাই যে এদিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে। আমার উপর সব দায়িত্ব ন্যাস্ত করে আপনারা নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

দুর্লভ। রাজগুরুকে সংবাদ দিয়েছি। তিনিও বোধ হয় এখনই এসে পড়বেন। তার সঙ্গে পরামর্শ করা খুবই প্রয়োজন।

চতু। আবার তাকে কেন বেশতো তিনি আছেন তার ধর্মকর্ম নিয়ে তাকে আবার রাজকার্য্যের মধ্যে কেন ?

দুর্লভ। কিন্তু—তিনি এ রাজ্যের হিতাকাংখী।

চতু। বেশতো তিনি যখন এ রাজ্যের হিতাকাংখী তখন রাজার শ্রাদ্ধবাসরে মন্ত্র টন্ত্র উচ্চারণ করবেন ঘটা করে। কিন্তু রাজকার্য্যে তার মতামতের মূল্য কি ? দেওয়ানজী মশাই! আত্মবিশ্বাস হারাবেন না, রাজ্য রক্ষা করব আমি আর তার পরিচালনা করবেন আপনি। আমাদের দুজনের মিলিত শক্তি এ রাজ্য রক্ষায় যথেষ্ট।

(**হরিদেবের প্রবেশ**)

হরি। আপনারা দুজনেই এখানে আছেন। মহারাজের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। কাজেই রাজ্যের হিতাহিত চিন্তা আপনাদেরই করতে হবে। কারণ যুবরাজ শিশু মাত্র।

(**আলুলায়িতা কুন্তলা, উন্মাদিনীর বেশে ভবশঙ্করীর প্রবেশ**)

হরি। একি মা, তুমি এমন করে কোথায় যাচ্ছ ?

ভব। না না আমায় বাধা দেবেন না গুরুদেব। আমাকে সহমরণে যেতে দিন। পতিহীনা হয়ে বৈধব্যের জ্বালা আমি সইতে পারব না। আমায় বাধা দিবেন না, আমায় বাধা দিবেন না—গুরুদেব! [চতুর্ভুজ অলক্ষ্যে আনন্দ প্রকাশ]

হরি। একবার ভেবে দেখ মা—রাজা নেই, আবার তুমিও যদি সহমরণে যাও, তবে রাজ্যে আসবে অরাজকতা। কে রক্ষা করবে রাজ্য, কে বাচাবে তোমার প্রকৃতি পুঞ্জকে? আর কেইবা রক্ষা করবে তোমার প্রতিষ্ঠিত ঐ মন্দির? একবার ভেবে দেখেছ কি—মুসলমানদের হাত থেকে কে রক্ষা করবে নারীর নারীত্ব, সতীর সতীত্ব, সর্বোপরি তোমার শিশুপুত্র। (এমন সময় উস্কা আসিয়া যুবরাজ শিশুপুত্রকে ভবশঙ্করীর কোলে তুলিয়া দিল। ভবশঙ্করী চমকিয়া উঠিল এবং কিছুক্ষণ পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া পরে শিশুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ডুকরিয়া কাদিয়া উঠিল)!

চল মা, আমার স্বপ্ন সার্থক কর।

ভব। বেশ তাই হবে গুরুদেব। আজ থেকে রাজদণ্ড আমি নিজের হাতে তুলে নিলাম। আসুন মহামাত্য। আসুন সেনাপতি—আজ থেকে আপনাদের সাহায্যে আমার পরলোকগত স্বামীর রাজ্য আমিই রক্ষা করব।

[ভবশঙ্করীর ও হরিদেবের প্রস্থান]

দুর্লভ। আসুন সেনাপতি, এই সুযোগ। এ রাজ্য আমাদের অধিকার করতেই হবে। ছলে বলে অথবা কৌশলে।

[উভয়ের প্রস্থান]

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—ওসমানের বাসভবন

(ওসমানের প্রবেশ)

ওসমান। লা ইলাহা ইলিল্লাহ্। য়্যা খোদা, দোয়া কর। আমি তোমার বান্দার বান্দা, ইসলামের খিদমতগার। আমাকে বাংলা মুলুকের তখ্‌ত দিয়ে দাও। আমি এই হিন্দু জাতিটাকে পুরা খতম করে বাংলা মুলুকে আমি নয়া মক্কাশরীফ বানাবো। আগে ঐ চতুর্ভুজকে হাত করে ওরই সিপাহী দিয়ে আমি ভূরশুট দখল করব। কিন্তু সেনাপতি চতুর্ভুজের কথামত মহম্মদকে তার কাছে পাঠালাম, অথচ এখনও তার কোন সংবাদ নেই।

(মহম্মদের প্রবেশ)

মহম্মদ। বান্দার সেলাম পৌঁছে জনাব।

ওসমান। কি খবর মহম্মদ ?

মহম্মদ। ভূরশুট রাজ্যের সেনাপতি ও প্রধান অমাত্য আমাদের সাহায্য চান।

ওসমান। কিভাবে আমরা তাদের সাহায্য করতে পারি

মহম্মদ। আমাদের সাহায্যে তারা ভূরশুটের রাণীকে সিংহাসনচ্যুত করতে চায়।

ওসমান। তাতে আমাদের লাভ ?

মহম্মদ। রাণীকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আপনার করদাতা রাজা হিসাবে তারা রাজ্য শাসন করতে চায়। আর আপনাকে সৌগাত দিতে চায় আসমানের হুরী রাণী ভবশঙ্করীকে।

ওসমান। মহম্মদ, রাণী ভবশঙ্করী শুধু খুবসুরত আওরত নয়, সিংহিনী। সুযোগ পেলে আমার কলিজার খুন পান করতেও সে দ্বিধা বোধ করবে না।

মহম্মদ। বীরশ্রেষ্ঠ নবাব ওসমান খাঁ কি একটা নারীর ভয়ে ভীত ?

ওসমান। ভয় ? হাঃ হাঃ হাঃ—মহম্মদ! নবাব ওসমান খাঁর অভিধানে ভয় বলে কোন পদার্থ নেই।

মহম্মদ। তবে ·

ওসমান। আমি ভাবছি কি করে ভূরশুটের আসমানে ইসলামের জয়-পতাকা উড়ানো যায়।

মহম্মদ। বেইমানের সঙ্গে বেইমানি করে জনাব !

ওসমান। ঠিক বলেছ মহম্মদ, ঠিক বলেছ। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে। ইসলামের স্বার্থের জন্য আমি সবকিছু করতে পারি।

মহম্মদ। তাহলে আদেশ দিন হজরত, আমি সসৈন্য ভূরশুটের পথে অগ্রসর হই।

ওসমান। এখন নয় মহম্মদ। তুমি সেনাপতিকে সংবাদ পাঠিয়ে দাও, আগামী কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রে আমরা অতর্কিতে ভূরশুট রাজ্য আক্রমণ করব।

মহম্মদ। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য জাঁহাপানা।

ওসমান। শোন মহম্মদ! অন্ধকারের বুকে অতর্কিতে আক্রমণ করে ভূরশুটের রাণী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবাকে হত্যা করবে। আর তাদের ধন দৌলত অবাধে লুণ্ঠন করে তাদের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেবে। খুবসুরত আওরতদের চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে তোমার সিপাহীদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে।

মহম্মদ। তাদের কোলে যদি কোন শিশুপুত্র থাকে?

ওসমান। শিশুদের মাথা পাথরে আছড়ে কাফেরদের ভাবী বংশধর নির্মূল করে দেবে।

মহম্মদ। রাণীর প্রধান মন্ত্রদাতা হরিদেবকে কি করব জনাব?

ওসমান। তাকে বন্দী করে রাজধানীতে নিয়ে আসবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তার মৃতদেহটা গো-শকটে বেঁধে নগর প্রদক্ষিণ করবে। আর তার দেবমন্দিরে আগুন জ্বালিয়ে ভস্মসাৎ করে সেই ভস্মস্তূপের উপর মসজিদ নির্মাণ করে আসবে।

মহম্মদ। মন্দিরে যদি দেবতার বিগ্রহ থাকে?

ওসমান। সেগুলো মস্‌জিদের সিঁড়িতে লাগাবে। মুসলমানদের পায়ের ধূলোয় কাফেরদের উদ্ধার হবে।

মহম্মদ। সেখানে যদি কুতুবখানা থাকে?

ওসমান। বইগুলো সব পুড়িয়ে ফেলবে। ইসলামের পবিত্র কোরাণ ভিন্ন এ ছুনিয়ায় অন্য কোন বই থাকার প্রয়োজন নেই।

মহম্মদ। আপনার আদেশে আমি ঝঞ্ঝার বেগে ছুটে যাব। ভূরশুটের অধিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করে রাজপ্রাসাদের চূড়া

হতে তাদের স্বাধীন পতাকা নামিয়ে নর্দমায় ফেলে দেবো। তারপর সেখানে উড়িয়ে দেবো ইসলামের বিজয় পতাকা।

[প্রস্থান]

ওসমান। ইসলাম, ইসলাম ;—আমার প্রথম কথা ইসলাম। শেষ কথাও ইসলাম। ইসলামের জয় পতাকা হাতে নিয়ে আমি দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছি—যে বাধা দেবে, তাকে আমি শুষ্ক তৃণের মত উড়িয়ে দিয়ে যাব।

[প্রস্থান]

নবম দৃশ্য

স্থান—চতুর্ভুজের বাটী

(চতুর্ভুজ ও দুর্লভ দত্তের প্রবেশ)

চতুর্ভুজ। দেওয়ানজী—আমার অন্তরে কি তীব্র দাহ আপনি বুঝতে পারছেন না। সমস্ত জীবন যুদ্ধক্ষেত্রে অতিবাহিত করে আজ একটা বিধবা নারীর কাছে মাথা নোয়াব, তার আদেশ মেনে চলব? না, তা হবে না।

দুর্লভ। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি?

চতু। উপায় আছে। রাজা মৃত, কাজেই কোন স্ত্রীলোক দ্বারা রাজ্য শাসিত হোক, এ আপনি নিশ্চয় চান না। দেখুন মন্ত্রী মশায়, যদি ভেবে থাকেন রাজ্যের প্রতি আমার লোভ আছে, তবে নিতান্ত ভুল ধারণা। আমার একটা মাত্র কন্যা, তার বিবাহ হয়ে গেলে আমি কাশীতে বাবা বিশ্বনাথের চরণে আশ্রয় নেবো এবং বাকী জীবন মহেশ্বরের পূজাতে কাটিয়ে দেব। কাজেই রাজ্য লোভে আমার প্রয়োজন কি? বরং আপনার লাভ আছে কারণ, আপনি বৃদ্ধ। আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত। তাকে দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত করে আপনি সুখে স্বচ্ছন্দে অবসর যাপন করতে পারেন। কাজেই আপনি আমার সহায় হোন। আপনার মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞ আমার সহায় হলে রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে বেগ পেতে হবে না। কোন নারীর দ্বারা রাজ্য

পরিচালিত হতে পারে না। আমাকেও বিশ্বনাথ প্রতিনিয়তই টানছেন। আপনার পুত্রের হাতে রাজ্যরশ্মি দিয়ে যত সত্বর সম্ভব আমি বারাণসীর দিকে যাত্রা করব।

দুর্লভ। আপনাকে সব রকম সাহায্য করতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু ঐ ছোটোরাণী তো সিংহিনী। সহজে তাকে দমন করা যাবে না।

চতু। কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করতে হবে। আমি ওসমান খাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনি প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে শুরু করে দিন। কর বাড়িয়ে দিয়ে উৎপীড়ন করে আদায় করুন অর্থ। আপনার ধনভাণ্ডার পূর্ণ করুন। যে বাধা দেবে তাকে আমি হত্যা করব। আর আপনি দেবেন ঘর জ্বালিয়ে। আপনার সৈন্যদের ক্ষেপিয়ে দিন নারীর উপর অত্যাচার করতে। তাতে রাজ্যে আসবে বিশৃঙ্খলা। প্রজারা বুঝবে নারীর দ্বারা রাজ্য শাসন সম্ভব নয়। এবং সেই সুযোগে ওসমানের সঙ্গে যোগ দিয়ে এই রাজ্য আক্রমণ করে অধিকার করব সিংহাসন আর বন্দী করব ছোটরাণীকে।

(মহম্মদের প্রবেশ)

আসুন, আসুন খাঁ সাহেব! নবাব ওসমান খাঁ কুশলে আছেন তো?

মহম্মদ। আদাব সিপাহসালার সাহেব! আদাব দেওয়ানজী (কুর্ণিশ করিল)। আমাদের কুশল তো নির্ভর করছে আপনাদের উপর সিপাহসালার। আমাদের রাজ্য বিস্তারের কোনও লোভ

নেই কিন্তু নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজন আছে। আপনারা মোগলের সাথে হাত মিলিয়ে বাংলা মুল্লুক থেকে পাঠানদের তাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনাদের রাজা আজ আর নেই। কাজেই আবার কি আমরা আপনাদের বন্ধু হতে পারি না?

চতু। আমরাও তো তাই চাই। কিন্তু রাজ্য পরিচালনার ভার চলে গেছে ছোটরাণীর হাতে। কাজেই—

মহ। বেশ তো। কৌশলে তাকে বন্দিনী করে উড়িষ্যার নবাবের হারেমে নিয়ে গেলেইত সব গোলমাল মিটে যায়।

চতু। দেওয়ানজী! আপনার অভিমত কি?

দুর্লভ। কৌশলের আশ্রয় তো নিতেই হবে। কিন্তু তাও খুব সহজসাধ্য নয়।

চতু। বেশ তো, বলুন কি সে কৌশল?

দুর্লভ। আগামী অমাবস্যার দিনে মন্দিরে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা হয়েছে। আর দরিদ্র নারায়ণের ভোজনের বন্দোবস্ত রয়েছে। রাত্রীতে ছোটরাণী সেখানেই অতিবাহিত করবেন। সেই সুযোগে মধ্য রাত্রিতে যদি অতর্কিতে তাকে আক্রমণ করে—।

মহ। ইনসা আল্লা। তা হলে সেই ব্যবস্থাই করুন।

চতু। তা হলে ছদ্মবেশে নবাবকে আসতে হবে। কারণ, আমরা সবাই পরিচিত।

মহ। কিন্তু তাতে যদি নবাবের জানের খথম হয়?

চতু। আমার জীবন জামিন রইল খাঁ সাহেব।

মহ। বহুত খুব। (স্বগতঃ ভাবে) বেইমান কাফের কুত্তার

সাথে কিরকম ব্যবহার করতে হয় তা পাঠানেরা জানে। আগে ভূরশুট জয় হোক তারপর তোমাদের……। [ভাঙ্গা কলসী হাতে লইয়া দূরে দাড়াইয়া ইন্দ্রনীল সমস্ত শুনিতেছিল, হঠাৎ তার হাত হইতে ভাঙ্গা কলসী পাড়য়া গেল সেই শব্দে ওরা তিনজনই তাকাইয়া দেখিল।]

(ইন্দ্রনীলের প্রবেশ)

ইন্দ্রনীল। ওরে—পালা, পালা—পালা—আগুন লেগেছে। ঘরে ঘরে আগুন লেগেছে শালারা বলে আমি একা মদ খাই কিন্তু সব শালারা মদ খায়। পালা পালা। ঢাল জল, ঢাল জল———। [টলিতে টলিতে প্রস্থান]

মহ। একি! সিপাহশালার দরজায় কোনও পাহারা নেই? ও যে আমাদের সব কথা শুনে গেল।

চতু। আরে না—না, ওটা একটা পাগল, মাতাল। ও এভাবেই ঘুরে বেড়ায়—ওর কোনো দাম নেই।

দুর্লভ। তা হলেও দেখতে হবে।

মহ। তবে আজ চলি আবার দেখা হবে, আদাব। [দুর্লভ আগে তার পশ্চাতে পশ্চাতে মহম্মদের প্রস্থান]

(চন্দ্রার প্রবেশ)

চন্দ্রা। তোমার মন্ত্রনাকক্ষে পাঠানের আগমন কেন বাবা?

চতু। বিশেষ প্রয়োজন এসেছিল।

চন্দ্রা। কিন্তু পাঠানেরা যে এ রাজ্যের শত্রু, হিন্দুর দুসমণ। তাকে তোমার কি প্রয়োজন? তোমার মন্ত্রণা অন্য কেউ না

বুঝলেও আমার বুঝতে বাকী নেই। ছিঃ ছিঃ রাণী মা সরল বিশ্বাসে তোমার হাতে রাজ্যের ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে আছেন। আর তুমি তারই পিছনে বিশ্বাসঘাতকতার ছুরি শানাচ্ছ? একি করছ বাবা? তোমার মেয়ে বলে মুখ দেখাতে ঘৃণা হচ্ছে।

চতু। তুই কি পাগল হয়েছিস্ মা? এসব আবোল তাবোল কি যে বক্‌ছিস।

চন্দ্রা। ঠিকই বলছি বাবা। তোমার বুকে হাত দিয়ে, বলতো পাঠানের সাথে যোগ দিয়ে এরাজ্য কেড়ে নিয়ে ছোট রাণীমাকে তুমি তাদের হাতে তুলে দিতে চাও কিনা?

চতু। ছিঃ ছিঃ ছিঃ তোর বাবার উপর তোর এই অবিশ্বাস। ছোট রাণীমা সাক্ষাৎ দয়াময়ী। তার উপর তিনি আমাদের মা শঙ্করী। আমার কাছে তিনিতো সাক্ষাৎ ভগবতী তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করব আমি? তুই আমার মেয়ে হয়ে এতবড় কথা আমি বললি। তা হলে বেঁচে আমার লাভ কি? [কান্নার ভান করিয়া প্রস্থান]

চন্দ্রা। মুখে বড় বড় কথা বললেও তোমার মুখ ধরিয়ে দিচ্ছে তোমার শয়তানী। সবাইকে ধোকা ফাঁকি দিলেও আমার চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। সেনাপতি চতুর্ভুজ আমি দেখে নেব তোমায়।

(হরিদেবের প্রবেশ)

হরি। একি মা, তুই এই অন্ধকার ভাঙ্গা মন্দিরের মাঠে?

চন্দ্রা। না—মানে; গুরুদেব, আমার শ্যামলী গাইটা যে

কোথায় গেল—যাই ওদিকের মাঠে দেখি। [প্রণাম করিয়া প্রস্থান]

হরি। রাজ্যে অকস্মাৎ এত বিশৃঙ্খলা এল কোথা হতে? সীমান্তে পাঠান সৈন্য সমাবেশ। দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ হলো কেন? পেছন থেকে কে এদের সাহায্য করেছে?

(ইন্দ্রনীলের প্রবেশ)

ইন্দ্র। আগুন, আগুন! ঢাল জল ঢাল। কে বাবা তুমি? একি গুরুদেব! একটু পদরজ দাও বাবা গুরুদেব জীবনটা ধন্য হয়ে যাক্। (হাটু গাড়িয়া হরিদেবের চরণপ্রান্তে বসিয়া) রাগ করো না বাবা গুরুদেব? কিছু পয়সা দাও বাবা এক বোতল ধন্যেশ্বরী কিনে খেয়ে পেটের আগুন নেভাই বাবা গুরুদেব। (দাঁড়াইয়া) আগামী অমাবস্যার উৎসবের রাত্রে ছদ্মবেশে ওস্মান খাঁ :আসবে কাটশাকড়ার মন্দির প্রাঙ্গণে। উদ্দেশ্য—রাণীমাকে গোপনে চুরি করে নিয়ে যাবে নবাব, উড়িষ্যায় তার হারেমে। এতক্ষণ পরামর্শ হচ্ছিল এই অন্ধকারে—চতুর্ভুজ, দুর্লভ দত্ত ও মহম্মদ খাঁর মধ্যে। দুর্লভ দত্ত আমায় অনুসরণ করছে। হে বাবা গুরুদেব কিছু পয়সা দাও। শুড়ি ব্যাটা বাকাতে সোমরস দেয় না কি বাবা তুমি—ব্যোম মেরে গেলে যে? ক' ছিলিম বড় তামাক টেনেছ বাবা? হে বাবা গুরুদেব। পেন্নাম—পেন্নাম, আগুন আগুন, ঢাল জল—ঢাল জল। [প্রস্থান]

হরি। এতক্ষণে বুঝলাম কোথায় এত দুষ্ট চক্র। আমি এর না—না—মহামান্য চানক্যের নীতি—'মনসা চিন্তয়েৎ কর্ম বচসা ন পকাশয়েৎ।' [প্রস্থান]

দশম দৃশ্য

উড়িষ্যা নবাব বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা।

(ইন্দ্রনীলের প্রবেশ)

ইন্দ্র। বাত ভাল করি, দাঁতের পোকা মারি, কানে ফুঁ দেই, বশীকরণ মন্ত্র জানি, সুন্দরীদের বশ করি।

(ওসমানের প্রবেশ)

ওসমান। কে রে তুই? কি কথা বলে চীৎকার কচ্ছিস? কি নাম তোর?

ইন্দ্র। (সমস্ত দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া) খোদাবন্দ! আমার নাম ফজেল খাঁ।

ওসমান। ফাজিল খাঁ? সেটা আবার কিরে?

ইন্দ্র। আজ্ঞে না—না—না, ফাজিল নয়, ফজেল, ফজেল—ফজেল খাঁ।

ওসমান। চোপ রও কমবক্ত। বলছি ফাজিল খাঁ। আবার বলে ফজেল। হ্যাঁ, কি যেন বলছিলি। বশীকরণ মন্ত্র জানিস? সুন্দরীদের বশ করতে পারিস?

ইন্দ্র! হুজুর, সে কথা আর বলতে? আরে আরে আপনি তো জানো—ঐ সেই বক্তিয়ারের মা, তার যে ভাইজি জামাইয়ের বোনপোর সেই মেয়েটা, আরে ঐ যে—ঐ যে আক্তারী, যে সোয়ামার ঘর করতো না। আমাকে গিয়ে ধরলো, আমি কনুম

কি—এক খুরা পাণি নিলাম, মনৃতর না পড়ে দিলাম তিনটে ফুঁ। আর হয়ে গেল, বেশ খতম।

ওসমান। আরে হয়ে গেল কিরে?

ইন্দ্র। আজ্ঞে হ্যা ন্যাজে গোবরে। সোয়ামীর ঘর করতে আর পথ পায় না।

ওসমান। ওঃ তোর এত গুণ? তাহলে আজ থেকেই তুই আমার কাছাকাছিই থাক্। ঐ ভূরশুটের ছোট রাণীকে আমার চাই। ছলে বলে কলে কৌশলে তাকে আমার হারেমে নিয়ে আসতেই হবে। আর তাকে করতে হবে বশীকরণ। আর যদি না পারিস্ তবে তোর গরদান যাবে।

ইন্দ্র। এ আর বেশী কথা কি হুজুর? ওতো আমি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তুক করে দেবো। কিন্তু কথা কি জানো - হুজুর? ভূরশুটের এই ছোট বেগমের নাকি দশ দশখানা হাত আছে! দশ হাতে তলোয়ার ধরে। যুদ্ধের মার প্যাচ কিছুই জানে না। তলোয়ার ধরেই কোপাতে শুরু করে দেয়। তাই বলছিলাম জনাব, তুক্ করার আগেই যদি—ফুক করে দেয় তবে তুক করব কখন?

ওসমান। ঠিক আছে, তুই আমার পিছনে থেকে বশীকরণ করবি।

(মহম্মদের প্রবেশ)

ওস। কি খবর মহম্মদ?

মহ। শুনলাম ভুরশুট রাজ্যে যুদ্ধের জন্য সৈন্য তৈরী হচ্ছে।

ওসমান। যুদ্ধতো আমিও চাই। আমি চাই ঐ ভূরশুট রাজা আর রাণীকে। মহম্মদ! ওসমান যদিও তোর তরবারীর উপর নির্ভরশীল তবু কৌশল অবলম্বন করা অসমীচীন হবে না। শুনেছি সেনাপতি চতুর্ভূজ ক্ষমতালোভী। সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে তাকে হাত করতে পারলে কাজ সহজসাধ্য হবে। হিন্দুরা যতই ধর্ম কর্ম করুক বিশ্বাসঘাতকতাকে পাপ বলে মনে করে না। মনে রেখ—পাঠানরা আজ পর্য্যন্ত যা কিছু করেছে, হিন্দু বিশ্বাস ঘাতকের সাহায্যেই তা সম্ভব হয়েছে। মানসিংহ রূপ কাঁটা দিয়ে মোগল তার পথের হিন্দু কাঁটা তুলেছে। মহম্মদ! এখানেও তার অভাব হবে না। একটু কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তমিই এ কার্য্যে যোগ্য ব্যাক্তি। ইসলাম রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কোন পাপ —পাপ নয়। কতলু খাঁর অসমাপ্ত কার্য্য আমাকেই সমাপ্ত করতে হবে।

মহ। যথাসাধ্য চেষ্টা করব। [কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান]

ওসমান। ফাজিল খাঁ!

ইন্দ্র। হুজুর জনাব, খোদাবন্দ, লাল পানি?

ওসমান। দোজখ কা কুত্তা, ইসলাম ধরম মে হারাম হ্যায়।

ইন্দ্র। সে কথা ঠিক্, সে কথা ঠিক্, তবে দাওয়াই বলে খেলে কোনো গুনাহ হয় না। হুরের নেশায় মনটা আই ঢাই করছে। একটু তরিবৎ না করে নিলে যুদ্ধ করবেন কি করে?

ওসমান। বোলাও বাইজী লে আও সরাপ।

ইন্দ্র। জী হুজুর!

একাদশ দৃশ্য

(অমরেন্দ্রের প্রবেশ)

(অস্থিরভাবে অমরেন্দ্র পদচালনা করিতেছিল)

অমর। বহুদিন দিদির কোন সংবাদ পাই না। প্রাণের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে—কোন এক অজানা অমঙ্গল আশঙ্কায়।

(চন্দ্রার প্রবেশ)

অমর। কে তুমি?

চন্দ্রা। সমূহ বিপদ। পাঠান সর্দার ওসমান খাঁ মন্দিরে যাচ্ছে ছোটরাণীকে ধরবার জন্য—অবিলম্বে তাঁর উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন।

অমর। একজন অজ্ঞাত পরিচয় অপরিচিত বালিকার কথা আমায় বিশ্বাস করতে হবে?

চন্দ্রা। আমার সাথে বাক্যালাপের অনেক সময় পাবেন। কিন্তু যদি মুহূর্তও দেরী করেন তবে যে সর্বনাশ হবে সমস্ত জীবন দিয়েও তার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। খানাকুল পথে পাঠান সৈন্যরা গোপনে অগ্রসর হচ্ছে। আপনি ছাউনাপুরের দুর্গাধিপতিকে সঙ্গে নিয়ে তাদের পথরোধ করুন। আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করবেন না।

অমর। তুমি একটি অজ্ঞাত পরিচয় বালিকা। কোনও দুষ্ট ষড়যন্ত্রের দূতী কিনা—?

চন্দ্রা। রাণী ভবশঙ্করীর ভ্রাতাকে বীর বলে জানতাম— এখন দেখছি ভয়ানক ভীরু।

অমর। দীননাথ চৌধুরীর পুত্র স্বয়ং যমকেও ভয় করে না। কিন্তু এই অন্ধকারে ?

চন্দ্রা। মনে রয়েছে প্রচণ্ড ভয়। শুধু মুখে মুখেই বীরত্বের বাক্য সঞ্চালন। বেশ, আমাকে এখানে বেঁধে রেখে যান। সংবাদ মিথ্যা হলে আমায় হত্যা করবেন।

অমর। বেশ, আমি রওনা হলাম। কিন্তু সংবাদ মিথ্যা হলে তোমার কিন্তু পরিত্রাণ নেই। আর সত্য হলে আমি হব তোমার চির আজ্ঞাবাহী।

[আগে অমরেন্দ্র ও পরে চন্দ্রার প্রস্থান]

(অন্য পথে হরিদেব ও ভবশঙ্করীর প্রবেশ)

(মন্দির প্রাঙ্গন)

হরি। গুপ্তচর মুখে সংবাদ পেয়েছি আমতায় সন্ন্যাসীবেশী পাঠানরা আছে এবং তাদের লক্ষ্য এই মন্দির। আজ যে সব সন্ন্যাসী এখানে প্রসাদ পেয়েছে তার মধ্যে ছদ্মবেশী পাঠান থাকা অসম্ভব নয়।

ভব। পাঠানেরা সাধু বেশে আসবে কেন ? আর যদি নিতান্তই আসে তবে তার উপযুক্ত প্রতিফল পেয়ে যাবে।

হরি। এই তো রাণী ভবশঙ্করীর ভাষ্য, এই তো দনুজদলনীর রোষ কটাক্ষ। একবার বুঝিয়ে দাও তো মা বাংলার মেয়েরা হাতে

শুধু কঙ্কন পরে না—তারা হাতে অস্ত্রও ধরে—ঐ পাঠান রক্তে তর্পণ কর তোমার মৃত স্বামীর আত্মার। জগৎ বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাক। একবার, শুধু একবার জেগে ওঠ মা ভয়ঙ্করী মূর্তি ধরে। একবার শুধু বুঝিয়ে দাও বাংলার মা-বোনেরা অবলা নয়, তারা মহামায়ার অংশরূপিণী। উদ্বোধন কর মা এই ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীর আজন্ম সাধনাকে। [প্রস্থান]

ভব। তবে তাই হোক গুরুদেব। আপনি গিয়ে এখন একটু বিশ্রাম নিন। আর আমি এই মন্দির প্রদক্ষিণ করে আসছি।

(সাধুবেশে ওসমানের প্রবেশ)

ভব। কে তুমি সন্ন্যাসী ? তুমি কি জান না যে, রাত্রে এই মন্দির প্রাঙ্গনে থাকবার কাহারও অধিকার নেই।

ওস। মহাদেবের প্রসাদ পেয়ে এখানে বিশ্রাম করছিলুম। হঠাৎ কখন যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। এখানে এত গোলমাল কেন ? কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি ?

ভব। শঙ্করী কাহারও সাহায্যের প্রত্যাশা করে না।

(ফজেল খাঁ বেশী ইন্দ্রনীলের প্রবেশ)

ইন্দ্র। আদাব খাঁ সাহেব, আদাব।

ওস। বেইমান কুত্তা, তুই এখানে কেন ?

ইন্দ্র। আপনি বেগম নিতে এসেছেন। আর আমি আসবনি ? একি একটা কথা হলো ?

ওস। ওঃ কাফেরের গুপ্তচর—এখনই তোকে খুন করব।

[তরবারি উঠাইয়া ফাজেল খাঁকে হত্যা করিতে উদ্যত, ভবশঙ্করী বাধা দিলে ওসমানের তরবারি পড়িয়া গেল]

ভব। ওসমান! হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে এসেছ তুমি নারী হরণ করতে? এই বুঝি তোমার পবিত্র ইসলাম ধর্ম? এই বুঝি মুসলমানের আচরণ? আজ তোমায় বলি দিয়ে তোমার রক্তে এই মন্দির প্রাঙ্গণ ধুয়ে দেব। [রাণী ওসমানকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে ওসমান পলায়ন করিল।]

[ফজলে খাঁর প্রতি রাণীর উক্তি]

ভব। কে তুমি, কি তোমার পরিচয়? তোমার আচরণ রহস্যময়।

ইন্দ্র। মহারাণী—আমি আপনার সামান্য প্রজা। গুরুদেবের আদেশে ছদ্মবেশে আপনার দূত হয়ে কাজ করে যাচ্ছি। ভাল-মন্দের কোন বিচার করিনি। আপনার জন্য, এই ভুরশুট রাজ্যের জন্য আমার জীবন উৎসর্গীকৃত। আপনার ভাই ছাউনাপুরের সৈন্য নিয়ে পাঠান সৈন্য ধ্বংস করছেন। আর আমি এসেছিলাম আপনার কাছে—ওসমান খাঁর ছদ্মবেশ ভেঙ্গে দিতে।

ভব। সে তুমি যেই হও, আমি সংশয়মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি আমার বন্দী।

(হরিদেবের প্রবেশ)

হরি। কাকে বন্দী করছ মা? ইন্দ্রনীলকে? যে যুবক নিজের শুভাশুভ বিসর্জন দিয়ে তোমার জন্য, এই দেশমাতৃকার জন্য

জীবন-মরণ পণ করেছে তাকে বন্দী করবে তোমার কোন কারাগারে ?

ভব। [হাসিয়া] গুরুদেব ! ওকে আমি বন্দী করব ঠিকই। বন্দী করে রাখব ওকে আমার রাজ্যের সেনাপতি রূপে আর উল্কার হৃদয় কারাগারে। [হরিদেব ও ভবশঙ্করী হাসিয়া উঠিলে ইন্দ্রনীল প্রস্থান করিল]

হরি। তাহলে শঙ্করী এত দিনে বুঝতে পেরেছ ? শুধু হৃদয় আবেগে কোন কাজ হয় না। চাই বল, চাই শক্তি, চাই সাহস—আর সঙ্গে থাকা চাই তীক্ষ্ণ রাজনীতিবোধ। রাজধানীর বাইরে থেকে রাজ্য পরিচালনা করা যায় না। তাই একবার রাজধানীতে চল। কুচক্রীদের বুঝিয়ে দাও—মহারাণী ভবশঙ্করী উপেক্ষার পাত্র নয়। তাঁকে অবহেলা করলে কঠিন শাস্তি পেতে হয়।

ভব। আমি রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছি উল্কা—তোমার নারী রক্ষীবাহিনীকে আমায় অনুসরণ করতে বলো।

উল্কা। যথা আজ্ঞা মহারাণী। [উল্কার প্রস্থান]

ভব। গুরুদেব ! আপনি—অমর আর ইন্দ্রনীলকে নিয়ে রাজ্যময় ঘোষণা করে দিন—যেখানে যত কর্মকার আছে তারা যেন ভূরশুটে এসে অস্ত্র তৈরী করতে শুরু করে দেয়। যত মিস্ত্রী আছে তারা যেন ভূরশুট নগরীর চারিপার্শ্বে প্রাচীর নির্মাণ করতে আরম্ভ দেয়। আর আপনি গুরুদেব, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে,

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা এবং তার সাথে অস্ত্র শিক্ষার প্রবর্তন করুন। আগামী দশমীতে আমি রাজসভা আহ্বান করব।

[প্রস্থান]

হবি। হ্যাঁ, আমাকেও করতে হবে হিন্দুজাতি সংগঠন। দিকে দিকে "মিলন মন্দির প্রচার করতে হবে —এক জাতি এক প্রাণ একতা।

[প্রস্থান]

(গান)

জাগরে বাঙ্গালী জাগো
ডাকিছে ভবানী শকতিরূপিণী
শ্রবণে কি পশেনা গো।
নূতন সুরের নবীন ছন্দে
ওগো জাগিয়া জীবনানন্দে
মহিমান্বিত ভারত রচিতে
নব সাধনায় লাগো॥
দীনতা হীনতা রহিবে না আর
বীর্য্য বহ্নি জ্বলিবে আবার
মায়ের চরণে সঁপিয়া জীবন
অভয় আশীষ মাগো॥

(রক্তাক্ত তরবারী হস্তে অমরেন্দ্রের প্রবেশ)

অমর। ধ্বংস কর, ধ্বংস কর সৈন্যগণ। পাঠান সেনাদের

চারিদিকে ঘিরে হত্যা কর। যেন একটিও পালিয়ে যেতে না পারে। ধ্বংস কর, ধ্বংস কর।

(পিছন দিক হতে একজন পাঠান সেনা অমরেন্দ্রকে
হত্যা করিতে উদ্যত হইলে চন্দ্রা আসিয়া
তাকে হত্যা করিল)

চন্দ্রা। রক্ষীহীন অবস্থায় শত্রু সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া বীরত্বের পরিচয় নয়।

অমর। ছাউনাপুর দুর্গ হতে সৈন্য নিয়ে পাঠানদের নির্মূল করেছি। নিজের অবস্থার কথা বিচার করিনি। আজ তুমি না হলে এখানেই হয়তো আমার কবর খোঁড়া হয়ে যেতো। তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ। এ জীবন তোমার কাছে বিক্রীত।

চন্দ্রা। বেশ। আমার কথা যেন পরে মনে থাকে।

অমর। কিন্তু আজ অবধি তোমার কোন পরিচয় আমি পাইনি।

চন্দ্রা। আমার পরিচয় পেলে সুখী হবেন না। পরিচয় এখন থাক—সময় হলে পরিচয় দেব।

অমর। যে পরিচয়ই তোমার থাক, আমার কিছু আসে যায় না। আমার কাছে তোমার পরিচয় শুধু তুমি— —।

চন্দ্রা। কিন্তু কুমার, তুমি বুঝতে পারছো না—জন্মে আমার কত ঘৃণা, কত গ্লানি জড়িয়ে আছে। সমস্ত জীবন আমার জড়িয়ে আছে শুধু অশান্তির জ্বালা।

অমর। তোমার সব অশান্তি, সব জ্বালা, সব গ্লানি আমি ধুয়ে মুছে দেবো আমার প্রেমের পরশে।

চন্দ্রা। তবে তাই হোক। আমিও আর এই গ্লানিময় জীবনটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারছি না। তবে আজ নয়, এখনি নয়কুমার ! সামনে তোমার মহান কর্ত্তব্য। এগিয়ে চল বীরের মত। জয়ী হলে ফিরে এসো,—পরিয়ে দেবো তোমার গলে আমার বরমালা। দেব আমার পরিচয়। কিন্তু আজ নয়, এখনই নয়, বিদায় কুমার ! বিদায় ! [প্রস্থান]

অমর। চন্দ্রা ! চন্দ্রা ! শোন—শোন চন্দ্রা !

[প্রস্থান

দ্বাদশ দৃশ্য

স্থান—ভূরশুট রাজসভা

[হরিদেব, চতুর্ভুজ, দুর্লভ দত্ত ও দূত—সকলে একসাথে রাজসভায় উপবিষ্ট]

হরি। স্বর্গগত মহারাজ রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর এই প্রথম রাজসভা আহ্বান করেছেন মহারাণী ভবশঙ্করী। তার আজ্ঞায় আমরা সমবেত হয়েছি, এই রাজ্যের মঙ্গল কামনায় ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য। তিনি সত্বর রাজসভায় এসে আমাদের যথা কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ দান করবেন।

চতু। কিন্তু গুরুদেব! আমি বুঝে উঠতে পারছি না—একজন সামান্য স্ত্রীলোকের উপর রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে আমরা কিরূপে নিশ্চিন্তে থাকতে পারি? তিনি মহারাণী আমাদের প্রণম্যা, তবুও আমি বলতে বাধ্য যে, রাজ্য পরিচালনা করতে হলে যে রাজনীতি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তা তিনি পাবেন কোথায়? কাজেই আমার প্রস্তাব এই যে, তিনি যেমন অন্দরমহলে আছেন তেমনি থাকুন। রাজ্যের শুভাশুভ নিয়ে তাঁর চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই এবং রাজ্যের প্রধান সেনাপতি হিসাবে এই অসম্ভব ব্যাপার স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

হরি। কিন্তু সেনাপতি চতুর্ভুজ! আপনি ভুলে যাবেন না যে, মহারাজের মৃত্যুর পর এ রাজ্যের যত উন্নতি হয়েছে—তার সব কিছুর মূলে আছেন ছোটরাণী। তিনিই গঠন করেছেন নারী-

রক্ষী বাহিনী। তিনি প্রবর্তন করেছেন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা আর তারই সাহায্যে গড়ে উঠছে সমৃদ্ধশালী শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং তিনিই অস্ত্র তুলে দিয়েছেন রাজ্যের যুবকদের হাতে। ওঁরই অনুপ্রেরণায় এই দেশমাতৃকার স্বাধীনতা রক্ষায় জীবনপণ করেছে যুবকদল। আরও— — —।

চতু। থাক্ থাক্ অতো লম্বা চওড়া বক্তৃতা শোনার সময় ও ধৈর্য্য আমার নেই। তিনি কি করেছেন না করেছেন তা আপনার কাছে শোনার আমার প্রবৃত্তি নেই। আপনি শুধু সন্ন্যাসী মানুষ ধর্ম কর্ম নিয়ে থাকবেন। রাজনীতিতে মাথা গলাতে আসেন কোন দুঃসাহসে? এ রাজ্যের শুভাশুভ আপনার হাতে কেউ ন্যাস্ত করেনি এবং এ রাজসভায় আপনার উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয়। কাজেই সসম্মানে এই স্থান ত্যাগ করুন। আমি এবং মহামাত্য দুর্লভ দত্ত এ রাজ্যের সব ভার গ্রহণ করছি এবং রাজসভা পরিত্যাগ করছি।

[চতুর্ভুজ ও দুর্লভ দত্ত রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া বাইরে যাইতে উদ্যত হইলে ভবশঙ্করী প্রবেশ করিয়া তাদের বাধা দিল]

(ভবশঙ্করীর প্রবেশ)

ভব। দাঁড়ান চতুর্ভুজ! রাজসভা পরিত্যাগ করবেন তখন যখন আপনাদের বন্দী করা হবে। সেনাপতি চতুর্ভুজ! এতবড় স্পর্ধা আপনার যে আমারই রাজসভায় দাঁড়িয়ে আমারই পরমারাধ্য গুরুদেবকে অপমানিত করতে সাহসী হন? এত বড় দুঃসাহস আপনার যে, সভা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আপনি সভাকক্ষ

ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন। এ ঔদ্ধত্যের শাস্তি যে কি তা বোধ হয় আপনার অজানা নেই। কিন্তু বহুদিনের কর্মচারী বলে এ যাত্রায় আপনাকে ক্ষমা করা হলো। যান, আপনারা উভয়ে এখান থেকে চলে যান। আপনারা উভয়ে এখন পদচ্যুত।

[চতুর্ভুজ ও দুর্লভ দত্তের প্রস্থান]

দূত! রাজ্যময় ঘোষণা করে দাও—আজ থেকে ভূরশুট রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ইন্দ্রনীল। [সকলে প্রস্থান]

ত্রয়োদশ দৃশ্য

(ওসমান ও মহম্মদের প্রবেশ

ওসমান। মহম্মদ! দিনরাত্রি আমার এক ধ্যান, এক জ্ঞান আহার নেই, নিদ্রা নেই, ঐ চিড়িয়াকে হারেমে বন্ধ করতেই হবে। নতুবা সকলে আঙ্গুল দেখিয়ে বলবে—ওসমান একটি ঔরতকে ধরতে গিয়ে বিফল হয়ে ফিরে এসেছে। সারা জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করে শেষে একটি ঔরতের কাছে অপমানিত? মাত্র কুড়িটি স্ত্রী-সৈনিক নিয়ে ওসমানের বাছা বাছা সৈন্যের বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে গেল? য়্যা আল্লা! একি করলে। না না মহম্মদ এই ঔরত আমার চাই-ই চাই তা না হলে বীরত্বের সমস্ত গর্ব মিথ্যা। ওসমানকে আর কেউ মানবে না।

মহ। চিড়িয়ার মূল্য বেশী দিতে হবে মনে হচ্ছে।

ওস। রত্ন লাভ করতে হলে সমুদ্রের অতল জলে ডুব দিতে হয়। মাণিক্যের *জন্য* বিষধর ফণিনীর গর্তে হাত দিতে হয়। সর্ব্বস্ব পণ করেও ঐ রত্ন আমার চাই, আমার চাই-ই।

মহ। যে মূল্য দিতে হবে, তা কি উড়িষ্যার ভাণ্ডারে আছে?

ওস। ওসমানের বাহুতে কত শক্তি আছে তার পরিচয় দেবো প্রলয়ের সৃষ্টি করে ভূরশুট রাজ্য ছারেখারে দেবো। হয় এই রত্ন হারেমে পুরবো, না হয় ওসমানের নাম দুনিয়া থেকে মুছে ফেলবো। একটা ঔরতের কাছে অপমান! না—না—না, এ

অপমান নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। হাঁা, যদি কৌশলে কার্য্যোদ্ধার হয় ভাল, তা না হলে প্রকাশ্য বাজারে কিনে আনবো।

মহ। কৌশল একবার ব্যর্থ হয়েছে। আর কি সম্ভব হবে?

ওস। হিন্দু বেইমানের সাহায্যেই পাঠান এদেশে প্রবেশ করেছে এবং রাজত্ব করছে। মহম্মদ ঘোরীকে হিন্দু দেশদ্রোহীরাই ডেকে এনেছিল। মহম্মদ গজনীর পথপ্রদর্শক ছিল হিন্দু। হিন্দু বিশ্বাসঘাতকের সাহায্য না পেলে কি বখতিয়ার খিলজির পক্ষে গৌড় জয় করা সম্ভব হতো মনে কর? মানসিংহ হিন্দুরাজা ধ্বংস করে মোগলের হাতে তুলে দিয়েছে। বেইমান কুত্তা চতুর্ভুজকে দিয়ে এই কার্য্যোদ্ধার করতে হবে।

মহ। সে কি আর রাজী হবে?

ওস। সিংহাসনের রঙিন নেশা তার চোখে লেগেছে। সে তার জন্য সব কিছু করতে সম্মত হবে। একবার চোরাবালিতে পা দিলে আর উঠতে পারে না। প্রকাশ্য দরবারে অপমানিত হয়েছে—সে এখন যে কোন হীনকার্য্য করতে প্রস্তুত হবে। এক পেটিকায় হীরা জহরৎ, অন্য পেটিকায় সুশানিত ছোরা নিয়ে যাও; সাম, দান, দণ্ডভেদ সব প্রয়োগ করবে। তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে। তুমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হবে।

মহ। খোদার দোয়া আর আপনার মেহেরবাণী। কিন্তু চতুর্ভুজ যদি সিংহাসন অধিকার করে?

ওস। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে কাজ উদ্ধার করতে হবে। পরে কুত্তাকে লাথি মেরে

জাহান্নামে ফেলে দেবে। ভূরশুট রাজ্যের ঐশ্বর্য্য আর সৈন্যদের বীরত্ব অধিকার করতে পারলে মোগলকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে বাংলায় নিষ্কণ্টক রাজ্য স্থাপন করতে পারবো।

মহ। খোদাতাল্লার মর্জি হলে সব হবে।

[কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থানোদ্যত]

ওস। মহম্মদ; তুমি তার চেয়ে বরং ভূরশুট যাও। চতুর্ভুজকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি সরাসরি তার সাথে কথা বলতে চাই।

(চতুর্ভুজের প্রবেশ)

চতু। চতুর্ভুজকে আর ডেকে আনতে হবে না খাঁসাহেব? সে নিজেই আপনার কাছে এসেছে। আজ সে অপমানিত—পদচ্যুত।

মহ। সে কি! এমন কথাতো আমরা শুনিনি কখনও। আপনার মত একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞকে মহারাণী পদচ্যুত করলেন? তোবা—তোবা—তোবা।

ওস। আর এই অপমান আপনি নির্ব্বিচারে সহ্য করবেন সিপাহসালার?

চতু। অপমানের জ্বালায় আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে খাঁসাহেব! এর প্রতিশোধ না নিতে পারলে আমার জীবনই বৃথা। আমি—আমি ধ্বংস করে দেব ঐ রুদ্রনারায়ণ বংশ। ঐ ভূরশুট রাজপ্রাসাদ গুঁড়িয়ে আমি মাটির সাথে মিশিয়ে দেব।

আর—আর সেখানে প্রতিষ্ঠিত করবো আমি চতুর্ভুজ বংশ। তবেই মিটবে আমার অন্তর্জ্বালা।

ওস। (সোল্লাসে) কেয়াবাত, কেয়াবাত। এই তা মরদ কী বাত। ওসমান খাঁর জান কবুল। আপনাকে আমি হরবকৎ মদৎ দিয়ে যাব। ভুরশুট রাজ্য আপনি নিন। আর আমাকে দিন ঐ ছোট বেগম। হাঃ হাঃ হাঃ— —।

চতু। কিন্তু খাঁসাহেব! কাজটা অত সহজ নয় মহারাণী নিজ হাতে গ্রহণ করেছেন সমস্ত রাজ্যের ভার। সমস্ত যুবকদের হাতে তুলে দিয়েছেন অস্ত্র। বাগ্‌দী প্রজাদের দিয়ে গঠন করেছেন একটা দুর্দ্ধর্ষ সেনাদল। কাজেই অতি সহজে তাকে করায়ত্ত করা যাবে না।

ওস। আপনার মত বুদ্ধিমান, একটা উপায় খুঁজে বের করতে পারছেন না?

চতু। উপায় যে ঠিক নেই, তা নয়। তবে—

ওস। বলুন, বলতে এসে থামলেন কেন?

চতু। কিন্তু—

ওস। কি? আমাকেও আপনার অবিশ্বাস?

চতু। ঠিক অবিশ্বাস নয়। কিন্তু পরে যদি আমি প্রতারিত হই?

ওস। কসম খোদাকী। আপনি যদি বেইমানী না করেন, খোদার কসম, ওসমান কখনও বেইমানী করবে না।

চতু। দেখুন খাঁসাহেব। আমার নিজস্ব একটা সেনাদল আছে। সেই সেনাদল নিয়ে আমি দক্ষিণ দিক থেকে সরে পড়ব। তাতে দক্ষিণ দিকের রাণীর সৈন্যদল দুর্বল হয়ে পড়বে। সেই সুযোগে আপনি দক্ষিণ দিক আক্রমণ করবেন এবং আমি আমার সেনাদল নিয়ে পেছন দিক থেকে আপনাকে সাহায্য করব।

ওস। জবান পাক্কা সিপাহসালার?

চতু। পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উঠবে, তবু চতুর্ভুজের কথার খেলাপ হবে না।

ওস। বেশ, তবে তাই হোক। আপনি এখন আসুন সিপাহশালার। আপনি গিয়ে তৈরী হন। আমি তৈরী হচ্ছি। আগামী অমাবস্যার তিথিতে আরম্ভ হবে আমাদের যুদ্ধযাত্রা।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্দশ দৃশ্য

স্থান—সমর প্রাঙ্গন

(**ইন্দ্রনীলের প্রবেশ**)

ইন্দ্র। অগ্রসর হও, অগ্রসর হও সৈন্যগণ! যদি একদিনের জন্যও তোমরা দেশ-জননীকে ভালবেসে থাকো, যদি একবারের জন্যও মাকে মা বলে থাকো, যদি তোমরা সেই দেশমাতৃকাকে শৃঙ্খলিত করতে না চাও, যদি তোমরা মা-বোনকে পাঠানের অঙ্ক-শায়িনী করতে না চাও—তবে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও রক্ষা কর দেশ-জননীকে। ধ্বংস কর!. ধ্বংস কর!! ধ্বংস কর!!!

[নেপথ্যে জয় মা ভবানী, হর হর, মহাদেও। আল্লাহ আকবর ধ্বনি উঠিতে লাগিল]

ইন্দ্র। রামাই, রামাই, রামাই— —।

(**রামাই সর্দারের প্রবেশ**)

রামাই। বল্ ব্যাটা কি হুকুম?

ইন্দ্র। রামাই, তোর সমস্ত বাগ্‌দী সেনা নিয়ে পাঠানদের চারিদিকে ঘিরে ফেল্। আগুনের তীর ছুঁড়ে সবাইকে পুড়িয়ে মার্।

রামাই। হোঃ যাচ্ছি। ব্যাটাদের কলজাগুলো সব ছিঁড়ে লিব। [উভয়ের প্রস্থান]

(**ওসমানের প্রবেশ**)

ওস। কোথায় গেল ছোটরাণী? আমার ছোটী বেগম। আমার দিলের দিল, কলিজার কলিজা। মেরা মাশুক?

(ভবশঙ্করীর প্রবেশ)

ওস । আও, আও মেরী জান !

ভব । আরে আরে কামান্ধ কুক্কুর । সৈন্যদের সব মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে চোরের মত পালিয়ে এসেছিস আমার সঙ্গে প্রেম করতে ? তোকে আমি জাহান্নামে পাঠাচ্ছি ।

[তরবারী উঠাইয়া ওসমানের সঙ্গে যুদ্ধ । ততক্ষণে মহম্মদ আসিয়া রাণীকে আক্রমণ করিল এবং উল্কা আসিয়া মহম্মদকে বাধা দিল । চারিজন যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান করিল]

(রামাই সর্দারের প্রবেশ)

রামাই । সাবাস, সাবাস বাগ্দী ভাইয়েরা । আগুনের তীর ছুঁড়ে সব ব্যাটাকে খতম করে দাও । এর পর সাতদিন ধরে মাংস আর পচাই খাওয়াব । আমার নাম রামাই সর্দার । আমাদের দেশ কেড়ে লিতে আসে মুসলমানেরা ? সব ব্যাটাকে আজ খতম করে দিব । আমার নাম রামাই সর্দার হু ।

(বাগ্দীদের গান)

জয় জয় জয় কালী মাইকী জয়
হাতে ধরে রক্তখাড়া গলে তার মুণ্ডমালা
পায়ের নীচে অসুরের রক্তগঙ্গা বয় ॥
বেটী পায়ে দলে বরে বেটারা মড়ে না ভয়ে
ধিয়া ধিয়া নাচে বেটী যমে করে ভয় ॥

ডাকিনী যোগিনীগুলা, শৃগাল শকুন হাড়গিলা
মায়ের সাথে ঘোরে তারা (মা) শ্মশান ঘাটে রয় ॥
মায়ের হাতের খাড়া নিয়ে পাঠামেরে বলি দিয়ে
আনন্দেতে রক্ত পিয়ে ঘুরব বিশ্বময় ॥
জয় জয় জয় কালী মাইকী জয় ॥

[প্রস্থান]

(ওসমান ও মহম্মদের প্রবেশ

মহ। য়া আল্লা—চারিদিকে শুধু আগুন আর আগুন। আগুনের তীরের জ্বালায় অস্থির হয়ে ঘোড়া সওয়ার নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে, আর মরছে। শুধু আগুন আর আগুন।

ওস। যেমন করে হোক এখান থেকে বের হতে হবে। এভাবে দাড়িয়ে থাকলে একটা সিপাহীও বাঁচবে না।

[নেপথ্যে—"জয় মা ভবানী"—রাণীমার জয়]

ওস ওই, ওই কাফেররা আবার এদিকে এগিয়ে আসছে। সব সেপাইদের একত্র করে একসাথে লড়িয়ে যাও। যে করেই হোক এই আগুনের বেড়াজাল হতে বের হইতেই হবে।

[প্রস্থানোদ্যত]

(ইন্দ্রজীত ও অমরেন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। কোথায় পালাবে বেইমান কুত্তার দল? আজ তোদের একসঙ্গে জাহান্নামে পাঠাবো।

[উভয় উভয়কে আক্রমণ করিল। মহম্মদ ও ওসমান পরাস্ত হয়ে পলায়ন করিল। ইন্দ্র ও অমরেন্দ্রের প্রস্থান]

(উল্কা ও ভবশঙ্করীর প্রবেশ)

ভব। উল্কা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখো কোথায় সেই বিভীষণ চতুর্ভুজ। সেই বেইমানের রক্তে আমি আজ মন্দির প্রাঙ্গণ ধুয়ে দেব।

উল্কা। যাচ্ছি মহারাণী। [উল্কার প্রস্থান]

(ওসমানের প্রবেশ)

ওস। এই যে শয়তানী কাফের কুত্তী। হামার সব সেপাহীদের মেরে ফেল্‌লো। আমি এখনও বেঁচে আছি, তোকে জাহান্নামের পথ দেখাবার জন্যে। বেতমিজ, হারামজাদি।

[ভবশঙ্করীকে আক্রমণ করিল]

ভব। তবে রে বর্ব্বর পাঠান জানোয়ার!

[উভয়ে যুদ্ধ ও প্রস্থান]

[চতুর্ভুজ রাজপুত্রকে চুরি করিয়া নিয়া পালাইতেছিল ; এমন সময় চন্দ্রা পিছন দিক হইতে আসিয়া চতুর্ভুজকে বন্দী করিল ও রাজপুত্রকে কাড়িয়া নিল]

চতুর্ভুজ। বাঁধন খুলে দে চন্দ্রা! শত্রুর শেষ আমি রাখব না। এই রাজপুত্রকে হত্যা করতে পারলেই সিংহাসন আমার নিষ্কণ্টক। তুই আমার মেয়ে হয়ে আমায় বাধা দিচ্ছিস কেন?

চন্দ্রা। তোমাকে বাবা বলে ডাক্‌তেও ঘৃণায় আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে যায়। তাই শোন সেনাপতি চতুর্ভুজ, তোমার সিংহাসন—তোমার নরকের সিংহাসন আমি পরিষ্কার করে দিয়ে যাবো। আর কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দিয়ে যাবো তোমার রক্তের ঋণ।

পঞ্চদশ দৃশ্য

রাজসভা

(হরিদেব, ভবশঙ্করী ও ইন্দ্রনীলের প্রবেশ)

হরি। কি বলছ ইন্দ্রনীল! এ সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদ থেকে এ রাজ্যের ভাবী অধীশ্বরকে চুরি করে নিয়ে যায়, অথচ তোমরা কেউ তার সদুত্তর দিতে পারছ না। রাণী! তোমার কি বলার আছে? বল, রাজপুত্রের কোন সন্ধান পেয়েছ কি?

[ভবশঙ্করী ও ইন্দ্রনীল অধোবদনে রইল]

কি, সব চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে? আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?

ইন্দ্র। প্রাসাদ সুরক্ষিত ছিল গুরুদেব। আমরা সবাই ছিলাম যুদ্ধক্ষেত্রে। অসংখ্য শত্রুসৈন্য মহারাণীকে আক্রমণ করে। আমি সসৈন্যে তখনও উপস্থিত হতে পারিনি। নারী-রক্ষীবাহিনীর মাত্র বিশজন নারীরক্ষী নিয়ে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে মহারাণী শত্রুসৈন্যের ব্যূহ ভেদ করেন। তারপর আমি, অমরেন্দ্র আর রামাই সর্দার সসৈন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি শত্রুসৈন্যের উপর।

ভব। আর যুদ্ধের উন্মাদনায় গুরুদেব! মন হতে মুছে গেছে ইহকাল, পরকাল। বার বার পাঠান সৈন্য আমাদের আক্রমন করেছে। বার বার আমরাও তাদের প্রতিহত করে পরাস্ত করেছি। তারই মধ্যে যে হারিয়ে যাবে আমাদের নয়না নন্দধন,

আমাদের ইহকালে স্বর্গ, পরকালের মোক্ষ আমি তো তা কল্পনা করতে পারিনি গুরুদেব!

হরি। শান্ত হও মা, শান্ত হও—চিরদিন তুমি আমাকে ভগবান বলে পূজা করে এসেছ। একবারও মনুষ্য বলে ভাবিনি। যদি একবারও আমায় মনুষ্য বলে ভাবতে তা হলে যখন তোমায় বার বার নিষেধ করেছি, বার বার বুঝিয়ে বলেছি রাজনীতি আর হৃদয়াবেগ এক নয়। দুর্লভ দত্ত এবং পাঠানের বিরুদ্ধে বার বার প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে বলছি। কিন্তু নারী হৃদয়াবেগে তাদের বার বার তুমি করেছ ক্ষমা। হিংস্র বিষধরকে হাতের মুঠোয় পেয়ে নিঃশেষ না করে এখন করছ তার ফল ভোগ।

ভব। ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন গুরুদেব! সেদিন আপনার কথা না শুনে এখন ভুলের মাশুল দিচ্ছি। আজ আমার চোখ খুলে গেছে, কিন্তু হারিয়ে গেছে আমার জীবনানন্দ।

(চতুর্ভুজ ও দুর্লভ দত্তকে বন্দী করিয়া লইয়া অমরেন্দ্রের প্রবেশ ও পশ্চাতে রাজপুত্রকে লইয়া চন্দ্রার প্রবেশ)

হরি। একি! তোমরা—এই তো রাজপুত্র!

ভব। আমার নয়নের মণি তা হলে সত্যই হারিয়ে যায়নি!

অমর। কিছুই হারিয়ে যায়নি দিদি, কিছুই হারিয়ে যায়নি। গুরুদেবের আশীর্বাদে সবই আমরা ফিরে পেয়েছি। এই নাও বন্দী শয়তানদের।

চন্দ্রা। এই নিন আপনার স্নেহের ধন, নয়নের মণি প্রতাপকে।

[হরিদেব জড়িয়ে ধরল প্রতাপকে। সমস্ত রাজসভা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল]

ভব। কে উদ্ধার করল এই রাজকুমারকে? আর কেইবা বন্দী করল এই পাপী শয়তানদের? অমরেন্দ্র, তুমি?——

অমর। না দিদি, আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না।

চন্দ্রা। আমার অভিযোগ আছে মহারাণী! চতুর্ভুজের বিরুদ্ধে।

চতু। চন্দ্রা! চন্দ্রা!

ভব। চুপ চুপ শয়তান। (চন্দ্রার প্রতি) বল বালিকা কি তোমার অভিযোগ?

চন্দ্রা। মহারাণী! রাজপ্রাসাদের প্রহরীদের বশীভূত করে সেনাপতি চতুর্ভুজ নিদ্রিত রাজপুত্রকে অপহরণ করে এবং বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যায় উদ্যত হয়। আমি অনুসরণ করে তাকে বন্দী করি এবং রাজকুমারকে উদ্ধার করি।

হরি। চমৎকার! চমৎকার! চমৎকার তোমার বুদ্ধি ও সাহস। তোমার জন্য আজ ভুরশুট রাজ্য রক্ষা পেল। তোমাকে অদেয় কিছু নেই। বল কি তুমি চাও? আমি নিজে অনুরোধ করব মহারাণীর নিকট,—তা দিতে।

চন্দ্রা। সময় হলে আমি নিজে চেয়ে নেবো আমার পুরস্কার গুরুদেব। তখন কিন্তু আমায় বিমুখ করবেন না?

ভব। আমার গুরুর আদেশ একদিকে, এদিকে বিশ্ব সংসার অন্যদিকে বালিকা। সময় যখন হবে তুমি নিজেই চেয়ে নিও।

তোমার কোনও আশাই অপূর্ণ থাকবে না। (অমরেন্দ্রের প্রতি) তুমি কি এই বালিকাকে চেন অমর ?

অমর। চিনি দিদি। তবে জানিনা ওর কোন পরিচয় বহুদিন বহুভাবে ও আমার জীবন রক্ষা করেছে। কিছুতেই ওর পরিচয় জানতে পারিনি

ভব। ওঃ তোমরা আগে থেকেই উভয়ে উভয়ের পরিচিত ? বেশ আগে বন্দ'দের বিচার হয়ে যাক্। তারপর শুভদিনে শুভক্ষণে নহবৎ বাজবে এই ভুরশুট রাজপ্রাসাদে,—আনন্দে মুখরিত হবে এই রাজ্য !

বন্দী চতুর্ভুজ, বন্দী দুর্লভ দত্ত তোমরা উভয়েই পরদেশীয় ওসমান খাঁর সাথে হাত মিলিয়ে রাজ্যে ডেকে এনেছিলে যুদ্ধ, উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বৈরাচার। দুর্লভ দত্ত! চতুর্ভুজের সাথে হাত মিলিয়ে নিপীড়ণ করেছো প্রজাদের—কর আদায়ের জন্য। অগ্নি সংযোগ হত্যা, নারী নির্যাতন কিছুই তুমি বাদ দাওনি। সর্ব্বোপরি তুমি করেছ রাজকোষ অপহরণ। সেনাপতি ইন্দ্রনীল! দুর্লভ দত্তের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে রাজকোষে জমা হবে, আর তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। প্রহরী! অর্পণ করো দুর্লভ দত্তকে জল্লাদের হাতে।

[প্রহরী দুর্লভ দত্তকে টানিতে টানিতে প্রস্থান করিল]

চতুর্ভুজ! তোমার সব অপরাধ প্রমানিত সত্য। বিচারের প্রহসন করে ধৈর্য্য নষ্ট করতে চাই না। তোমার শাস্তি মৃ——

চন্দ্রা। মহারাণী, মহারাণী আমার পুরস্কার—

[বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল]

হরি। বলো, বলো বালিকা, কি তুমি পুরস্কার চাও?

ভব। কিন্তু গুরুদেব! বিচার এখনও শেষ হয়নি।

হরি। মহারাণী! করজোড়ে প্রার্থনা করছি—আগে তুমি বালিকাকে পুরস্কৃত কর। তারপর বিচার কর।

ভব। বেশ, বল বালিকা কি তোমার অনুরোধ?

চন্দ্রা। আমাকে এই পুরস্কার দিন মহারাণী—আমি চাই এই চতুর্ভুজের প্রাণ ভিক্ষা।

অমর। সে কি চন্দ্রা? তুমি নিজে বন্দী করেছ চতুর্ভুজকে তারপর তুমি আমার ভাবী পত্নী। এ রাজ্যের পরম শত্রু চতুর্ভুজের প্রাণে তোমার কি প্রয়োজন? বলো বলো কি তোমার পরিচয়?

চন্দ্রা। এ জীবনে তোমার সাথে (মিলিত হতে) মিলিত হতে পারব না অমর, এই আমার বিধিলিপি আমার পরিচয়ে জগৎ সংসারে সমস্ত মানুষ ঘৃণায় শিউরে উঠবে। আমি—আমি—না—না—।

[কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া তাহা হইতে বিষ মুখে দিয়ে গিলিয়া ফেলিল। অমর ছুটিয়া আসিয়া চন্দ্রার গাল চাপিয়া ধরিল]

অমর। কি করলে চন্দ্রা? কি মুখে দিলে

চতুর্ভুজ। কি মুখে দিলি চন্দ্রা—হায়রে আমার মাতৃহারা কন্যা! তোরই সুখের জন্য আমি— — —।

[চতুর্ভুজ চন্দ্রাকে ধরিতে গেল]

চন্দ্রা। না—না, তুমি আমায় ছুঁয়ো না। তোমার কন্যার পরিচয়, তোমার স্পর্শে আমার এই যাত্রার পথ পরম মুহূর্ত কাটায় ভরে যাবে। আমি তোমার রক্তের ঋণ এখানেই শোধ করে দিচ্ছি।

অমর! অমর!! আমায় তুলে ধরো আমার চোখের সামনে একবার এসো। বড় জ্বালা, বড় জ্বা—লা, বড় অ—ন্—ধ কার—

[অমরের বুকে ঢলিয়া পড়িল]

অমর। চন্দ্রা, চ—! সব শেষ। স—ব—শে—ষ। জীবন-ভর তুমি বড় জ্বালায় জ্বলে গেছো। তাই বুঝি শান্তির রাজ্যে চলে গেছো। তাই বুঝি শান্তির রাজ্যে চলে গেলে। তোমায় আমি চির শান্তির রাজ্যে ঘুন পাড়িয়ে রাখব, চির শান্তির রাজ্যে ঘুম পাড়িয়ে রাখ্‌বো।

[চন্দ্রাকে অমরেন্দ্র স্কন্ধে করিয়া প্রস্থান করিলে পিছনে পিছনে সবাই প্রস্থান করিল]।